POSTAL REG NO GDP- 43 / 2017 -2019

بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى عبده المسيح الموعود
وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَّاَنْتُمْ اَذِلَّةٌ

খণ্ড
2
গ্রাহক চাঁদা

বদর
সাপ্তাহিক কাদিয়ান
The Weekly
BADAR Qadian
Bangla

সংখ্যা
34
সম্পাদক:
তাহের আহমদ মুনির
সহ-সম্পাদক:
মির্যা সফিউল আলম

www.akhbarbadarqadian.in

বৃহস্পতিবার 24 শে আগস্ট, 2017 24 যহুর, 1396 হিজরী শামসী ১ যিল হাজ্জ1438 A.H

আহমদীয়া সংবাদ

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মোমিনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আইঃ) আল্লাহ্‌র কৃপায় কুশলে আছেন। আলহামদো লিল্লাহ। জামাতের সদস্যদের নিকট হুযূর আনোয়ারের সুসাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু এবং হুযুরের যাবতীয় উদ্দেশ্যাবলী পূর্ণ হওয়ার জন্য ও তাঁর সুরক্ষার জন্য দোয়ার আবেদন রইল। আল্লাহ তা'লা সর্বদা হুযুরের রক্ষক ও সাহায্যকারী হউক। আমীন।

আমি খোদা তা'লার কসম খাইয়া বলিতেছি যে, আমি এই সকল ইলহামের উপর ঐভাবেই ঈমান আনি যেভাবে কুরআন শরীফের উপর ও খোদার অন্যান্য কেতাবের উপর ঈমান আনি। যেভাবে আমি কুরআন শরীফকে নিশ্চিতভাবে খোদার কালাম বলিয়া বিশ্বাস করি, ঠিক সেইভাবে এই কালামকেও বিশ্বাস করি যাহা আমার উপর অবতীর্ণ হয়। ইহাকে আমি খোদার কালাম বলিয়া বিশ্বাস করি। কেননা, ইহার সহিত আমি খোদার জ্যেতিঃ ও চমক দেখিয়া থাকি এবং ইহার সহিত খোদার কুদরতের নমুনা পাইয়া থাকি।

বাণী ঃ হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)

আমি এই মাত্র লিখিয়াছি যখন আমাকে সংবাদ দেওয়া হইল যে, আমার শ্রদ্ধেয় পিতা সূর্যাস্তের পর মারা যাইবেন তখন মানবীয় দুর্বলতার দরুন এই সংবাদ শুনিয়া ব্যথিত হইলাম। যেহেতু আমাদের আয়ের অধিকাংশ উৎস তাঁহারই জীবনের সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিল এবং তিনি ইংরেজ সরকারের নিকট হইতে পেনশন পাইতে ছিলেন এবং তদুপরি একটি বড় অংকের টাকা পাইতেছিলেন, যাহা তাঁহার আয়ুষ্কালের সহিত শর্তযুক্ত ছিল, সেহেতু আমার হৃদয়ে এই ধারণা আসিল তাঁহার মৃত্যুর পর কি হইবে? মনে ভীতি সঞ্চার হইল আমাদের জন্য ও কষ্টের দিন আসিবে। এই সকল ধারণা বিদ্যুতের ন্যায় এক সেকেন্ডেরও কম সময়ের জন্য হৃদয়ে উদ্ভাসিত হইয়া গেল। এমন সময় তখনই তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থায় এই দ্বিতীয় ইলহাম হইল اَلَيْسَ اللّٰهُ بِكَافٍ عَبْدَهٗ অর্থাৎ খোদা কি নিজ বান্দার জন্য যথেষ্ট নহেন? খোদার এই ইলহামের সাথে সাথে হৃদয় এইরূপ শক্তিশালী হইয়া গেল, যেরূপে একটি কঠোর যন্ত্রণাদায়ক ক্ষত কোন মলমের দ্বারা এক মুহূর্তে ভাল হইয়া গেল। প্রকৃতপক্ষে আমার জীবনে বার বার এই বিষয়টি পরীক্ষিত হইয়াছে যে, হৃদয়কে প্রশান্তি দেওয়ার জন্য খোদার ওহীতে একটি নিজস্ব বৈশিষ্ট্য থাকে। এই বৈশিষ্টের শিকড় ঐ বিশ্বাস, যাহা খোদার ওহীর পর লাভ করা যায়। আফসোস! এই সকল লোকের ইলহাম কীরূপ যে, ইলহামের দাবী সত্বেও তাহারা ইহাও বলে, আমাদের এই ইলহাম ধারণাপ্রসূত। জানি না ইহা শয়তানী ইলহাম, বা রহমানী ইলহাম। এইরূপ ইলহামের ক্ষতি উহাদের লাভের চাইতে ক্ষতি বেশি। কিন্তু আমি খোদা তা'লার কসম খাইয়া বলিতেছি যে, আমি এই সকল ইলহামের উপর ঐ ভাবেই ঈমান আনি যেভাবে কুরআন শরীফের উপর ও খোদার অন্যান্য কেতাবের উপর ঈমান আনি। যেভাবে আমি কুরআন শরীফকে নিশ্চিতভাবে খোদার কালাম বলিয়া বিশ্বাস করি, ঠিক সেইভাবে এই কালামকেও বিশ্বাস করি যাহা আমার উপর অবতীর্ণ হয়। ইহাকে আমি খোদার কালাম বলিয়া বিশ্বাস করি। কেননা, ইহার সহিত আমি খোদার জ্যেতিঃ ও চমক দেখিয়া থাকি এবং ইহার সহিত খোদার কুদরতের নমুনা পাইয়া থাকি। মোট কথা যখন আমার উপর এই ইলহাম হইল اَلَيْسَ اللّٰهُ بِكَافٍ عَبْدَهٗ তখন আমি ঐ মুহূর্তেই বুঝিয়াছি খোদা আমাকে বিনষ্ট করিবেন না। তখন আমি মালাওয়ামল নামে এক হিন্দু ক্ষত্রিয়কে, যাহার বাড়ি কাদিয়ান এবং যে এখনও জীবিত আছে, ঐ ইলহাম লিখিয়া দিলাম। তাহাকে সম্পূর্ণ ঘটনা শুনাইলাম। তাহাকে অমৃতসর পাঠাইলাম যেন হাকিম মৌলবী মহম্মদ শরীফ কালানুরীর মাধ্যমে ইহাকে কোন আংটির মাথায় খোদাই করিয়া এবং মোহর বানাইয়া লইয়া আসে। আমি এই হিন্দুকে এই কাজের জন্য কেবল এই উদ্দেশ্যে গ্রহণ করিলাম যেন সে এই মহান ভবিষ্যদ্বাণীর সাক্ষী হইয়া থাকে এবং যেন মৌলবী মোহাম্মদ শরীফও সাক্ষী হইয়া যায়। বস্তুতঃ উক্ত মৌলবী সাহেবের মাধ্যমে ঐ আংটি মাত্র পাঁচ টাকা ব্যয়ে তৈয়ার হইয়া আমার নিকট পৌঁছিয়া গেল। ইহা এখনও পর্যন্ত আমার নিকট মজুদ আছে, যাহার চিহ্ন এইরূপ اَلَيْسَ اللّٰهُ بِكَافٍ عَبْدَهٗ ইহা ঐ যুগে ইলহাম হইয়াছিল যখন আমাদের আর্থিক অবস্থারও আরামের সকল উৎস আমার শ্রদ্ধেয় পিতার কেবল একটি সাধারণ আয়ের উপর নির্ভরশীল ছিল। ঐ সময় বাহিরের লোকদের মধ্যে এক ব্যক্তিও আমাকে চিনিত না। আমি এক অজ্ঞাত মানুষ ছিলাম। আমি কাদিয়ানের ন্যায় এক নিভৃত গ্রামে নিখোঁজ অবস্থায় পড়িয়া ছিলাম। ইহার পর খোদা স্বীয় ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী এক জগতকে আমার দিকে মনোনিবেশ করাইয়া দিলেন এবং এইরূপ ক্রমাগত বিজয়ের মাধ্যমে আর্থিক সাহায্য করিলেন, যাহার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার ভাষা আমার নাই। নিজের অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া আমার এতটুকু আশাও ছিল না যে, মাসে দশ টাকাও আয় হইবে। কিন্তু খোদা তা'লা, যিনি দরিদ্রদিগকে ধূলা হইতে উঠান এবং অহংকারীদিগকে ধূলাই মিশাইয়া দেন, তিনি এইভাবে আমার হাত ধরিলেন যে, আমি নিশ্চিতরূপে বলিতে পারি এ যাবৎ তিন লক্ষ টাকা আমার নিকট আসিয়া পৌঁছিয়াছে। সম্ভবতঃ ইহার চাইতেও অধিক পৌঁছিয়াছে। এই অর্থ লাভ সম্পর্কে ইহা দ্বারা ধারণা করা উচিত যে, বৎসরের পর বৎসর ধরিয়া কেবল লঙ্গর খানার জন্য গড়ে মাসে দেড় হাজার টাকা পর্যন্ত খরচ হইয়া যায়। খরচাদির অন্যান্য বিভাগ অর্থাৎ মাদ্রাসা প্রভৃতি এবং পুস্তকাদির মুদ্রণ ইহা হইতে পৃথক। অতএব দেখা উচিত এই ভবিষ্যদ্বাণী অর্থাৎ اَلَيْسَ اللّٰهُ بِكَافٍ عَبْدَهٗ কত সুস্পষ্টতা, শক্তি ও মর্যাদার সহিত পূর্ণ হইয়াছে। ইহা কি কোন মিথ্যা রচনাকারীর কাজ বা শয়তানী কুপ্ররোচনা? কখনোই নহে। বরং ইহা ঐ খোদার কাজ, যাহার হাতে সম্মান ও লাঞ্ছনা এবং উত্থান ও পতন রহিয়াছে। যদি এই কথার উপর ভরসা না হয় তবে ২০ বৎসরের ডাকের সরকারি রেজিস্টার দেখ। তাহা হইলে জানিতে পারিবে যে এই সময়ে আয়ের দরজা কতখানি খুলিয়া দেওয়া হয়। অথচ এই আয় কেবল ডাকের মাধ্যম পর্যন্ত সীমাবদ্ধ রহিল না। বরং হাজার হাজার টাকার আয় এইভাবেও হয় যে, লোকেরা স্বয়ং কাদিয়ানে আসিয়া টাকা দিয়া থাকে। তদুপরি এইরূপ আয়ও হয় যে, লোকেরা খামের মধ্যে নোট পাঠাইয়া থাকে।

(হাকীকাতুল ওহী, রূহানী খাযায়েন, ২২তম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ২১৯-২২১)

প্রিন্টার ও পাবলিশার জামিল আহমেদ নাসের ফজলে উমর প্রিন্টিং প্রেস কাদিয়ান থেকে মুদ্রণ করে আখবার বদর কাদিয়ান অফিস থেকে প্রকাশ করছে: প্রো: তত্বাবধায়ক, বদর বোর্ড কাদিয়ান

আপনাদের কাজ হল ইসলাম এবং আহমদীয়াতের শিক্ষা সম্পর্কে সমগ্র বিশ্বকে অবহিত করা। আপনাদের ধর্মীয় জ্ঞান ব্যাপক ও গভীর হওয়া এবং নিজেদের ধর্মবিশ্বাস সম্পর্কে সম্যক ওয়াকিবহাল থাকা এবং ইসলামের শিক্ষা মেনে চলা আবশ্যক। যেমন- লজ্জাশীল পোশাক পরিধান করা, কোট এবং বোরকা পরার বয়সে উপনীত হলে বোরকা বা কোট ছাড়া বাড়ির বাইরে না যাওয়া, অশালীন বৈঠক, অনৈতিক বন্ধুত্ব এবং ইন্টারনেট ও মোবাইল ফোনের অপব্যবহার ইত্যাদি মন্দকর্ম থেকে বিরত থাকা।

নাসেরাতদের বয়স হল শিক্ষার্জনের। নিজেদের পড়াশোনার প্রতি বিশেষ যত্নবান হন এবং উন্নততর ভবিষ্যতের জন্য পরিশ্রমের পাশাপাশি দোয়াও করুন।

প্রত্যেক জুমায় যখন আমার খুতবা সম্প্রচারিত হয় তখন সেটি শোনার ব্যবস্থা করুন। খুতবার বিশেষ বিশেষ অংশগুলি সঙ্গে সঙ্গে নোটও করতে থাকুন যাতে খুতবার প্রতি পূর্ণ মনোযোগ নিবদ্ধ থাকে।

নাসেরাতুল আহমদীয়ার জার্মানীর পক্ষ থেকে ত্রৈমাসিক পত্রিকা ‘গুলদাস্তা’ প্রকাশ উপলক্ষ্যে হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর বিশেষ বার্তা

লন্ডন
২০-০৩-২০১৭

স্নেহের নাসেরাতুল আহমদীয়া জার্মানী।
আস্‌সালামো আলাইকুম ওয়া রহমতুল্লাহি ওয়া বরকাতুহু।

একথা জেনে বড় আনন্দিত হলাম যে, আপনারা ত্রৈমাসিক পত্রিকা ‘গুলদাস্তা’ প্রকাশ করার তৌফিক পাচ্ছেন। আল্লাহ্ তা’লা এটিকে সার্বিকভাবে বরকতমণ্ডিত করুন। আমীন।

এর জন্য মাননীয়া সদর লাজনা আমাকে বার্তা প্রেরণের অনুরোধ জানিয়েছেন। আমার বার্তা হল এই যে, অঙ্গ সংগঠনগুলির প্রতিষ্ঠা খিলাফতে আহমদীয়ার কল্যাণসমূহের মধ্যে এক অন্যতম মহান প্রাপ্তি। হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) এর প্রবর্তন করেছিলেন যাতে জামাতের প্রত্যেকটি শ্রেণীর মানুষ ধর্ম সেবার কাজে নিজেদের ভূমিকা পালন করতে পারে এবং বিভিন্নভাবে নিজেদের যোগ্যতা ও সামর্থ্যকে উন্নীত করার এবং ধর্মের প্রতি আকর্ষন সৃষ্টির সুযোগ পায়। লাজনা ইমাউল্লাহ্ অঙ্গ সংগঠনগুলির একটি, যার একটি শাখাকে নাসেরাতুল আহমদীয়া বলা হয়। এটি অনুর্ধ-১৫ আহমদী বালিকাদের একটি সংগঠন। অতএব খোদার কৃপায় আপনারা জামাতের সুদৃঢ় এবং সক্রিয় সংগাঠনিক তন্ত্রের অংশ যার কাজ হল ইসলাম এবং আহমদীয়াতের শিক্ষা সম্পর্কে সমগ্র বিশ্বকে অবহিত করা। এর জন্য আপনাদের ধর্মীয় জ্ঞান ব্যাপক ও গভীর হওয়া এবং নিজেদের ধর্মবিশ্বাস সম্পর্কে সম্যক ওয়াকিবহাল থাকা এবং ইসলামের শিক্ষা মেনে চলা আবশ্যক। যেমন- লজ্জাশীল পোশাক পরিধান করা, কোট এবং বোরকা পরার বয়সে উপনীত হলে বোরকা বা কোট ছাড়া বাড়ির বাইরে না যাওয়া, অশালীন বৈঠক, অনৈতিক বন্ধুত্ব এবং ইন্টারনেট ও মোবাইল ফোনের অপব্যবহার ইত্যাদি মন্দকর্ম থেকে বিরত থাকা।

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) কিশতিয়ে নূহ পুস্তিকায় তাদের উদ্দেশ্যে অত্যন্ত কঠোর সতর্কবার্তা দিয়েছেন যারা, অসৎ সঙ্গ এবং অশালীন বৈঠক যারা ত্যাগ করে না। অতএব এই শিক্ষাকে সব সময় স্মরণে রাখবেন। নাসেরাতদের বয়স হল শিক্ষার্জনের। নিজেদের পড়াশোনার প্রতি বিশেষ যত্নবান হন এবং উন্নততর ভবিষ্যতের জন্য পরিশ্রমের পাশাপাশি দোয়াও করুন। আপনারা নিজেদের কর্মসূচি এমনভাবে তৈরী করুন যেন তা থেকে ধর্মের প্রতি আপনাদের ভালবাসা প্রকাশ পায়। যেমন-প্রত্যেক জুমায় যখন আমার খুতবা সম্প্রচারিত হয় তখন সেটি শোনার ব্যবস্থা করুন। খুতবার বিশেষ বিশেষ অংশগুলি সঙ্গে সঙ্গে নোটও করতে থাকুন যাতে খুতবার প্রতি পূর্ণ মনোযোগ নিবদ্ধ থাকে। যে কথা গুলি বুঝতে না পারেন বাড়িতে বড়দেরকে সেগুলি জিজ্ঞাসা করুন। এরফলে খলীফায়ে ওয়াক্তের সাথে আপনাদের ব্যক্তিগত সম্পর্ক তৈরী হবে এবং ধর্মীয় জ্ঞানও বৃদ্ধি পাবে। চিন্তাধারা পবিত্র হবে এবং ধর্মের সেবা এবং জামাতী অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করতে উদ্বুদ্ধ হবেন। স্মরণ রাখবেন! আপনারা নিজেদেরকে ধর্মের যত কাছাকাছি রাখবেন ততটাই সামাজিক কলুষতার হাত থেকে নিরাপদ থাকবেন। এরই মাধ্যমে আন্তরিক প্রশান্তি লাভ করবেন এবং তবলীগ করলে কথার মধ্যে প্রভাব থাকবে।

পত্রিকা ব্যবস্থাপনাকেও স্মরণ রাখতে হবে যে, প্রত্যেক সংখ্যায় কিছু অংশ কুরআন শরীফ এবং হাদীস সংবলিত বিষয়াদি থাকা দরকার। এছাড়াও হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর লেখনী থেকে উদ্ধৃতিও এতে প্রকাশ করুন এবং কয়েকটি পৃষ্ঠা আমার খুতবার জন্য সংরক্ষিত রাখুন। খুতবাগুলিকে প্রশ্নোত্তর আকারেও প্রকাশ করুন যাতে বাল্যকাল থেকেই আমাদের আহমদী বালিকারা খিলাফতের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে যায়। অনুরূপভাবে এর মধ্যে জ্ঞান বৃদ্ধি এবং গবেষণার প্রতি রুচি তৈরী করার জন্য দিক-নির্দেশনাও থাকা উচিত। নাসেরাতদের দিয়ে ছোট ছোট প্রবন্ধ এবং শিক্ষামূলক গল্প লেখানোর মাধ্যমে তাদেরকেও এই পত্রিকার অংশ করে তুলুন যাতে তারা অনুভব করে যে, এটি তাদের নিজেদের পত্রিকা এবং তারা এটি পড়তে বিশেষ আগ্রহী হয়। আল্লাহ্ তা’লা আপনাদের এর তৌফিক দান করুন। আমীন।

মির্যা মসরূর আহমদ,
খলীফাতুল মসীহ আল-খামেস

ইজতেমা: মজলিস খুদ্দামুল আহমদীয়া ও আতফালুল আহমদীয়া

মজলিস খুদ্দামুল আহমদীয়া ও আতফালুল আহমদীয়া বীরভূমের বাৎসরিক ইজতেমা নলহাটি মিশনে গত ৫ ই আগস্ট ২০১৭ তারিখে অনুষ্ঠিত হল। আলহামদোলিল্লাহ। ৫ ই আগস্ট সকাল ৯টায় জেলা আমীর মাননীয় শামসের আলি সাহেবের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানের সূচনা। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় জাহিরুল হাসান সাহেব, জেলা কায়েদ খুদ্দামুল আহমদীয়া ও আতফালুল আহমদীয়া এবং নায়েব ইনচার্জ মুর্শিদাবাদ। এর পর পর্যায়ক্রমে তিলাওয়াত, নযম, বক্তৃতা, কুইজ এবং ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন হয় যেখানে খুদ্দাম ও আতফালরা পৃথক পৃথক ভাবে উৎসাহ ও উদ্দীপনা সহকারের বিভিন্ন ইভেন্টে অংশ গ্রহণ করে। প্রতিযোগীতা শেষে বিশিষ্ট স্থান অধিকারী খুদ্দাম ও আতফালদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করা হয়।

এই ইজতেমায় আনসাররা ছাড়াও মোট ৮০ জন খুদ্দাম ও আতফাল অংশগ্রহণ করেছে। আল্লাহ্ তা’ল এর শুভ পরিণাম প্রকাশ করুন। আমীন।

সংবাদদাতা: শেখ মহম্মদ আলি, মুবাল্লিগ ইনচার্জ, বীরভূম জেলা

১২৩ তম জলসা সালানা কাদিয়ান

সৈয়্যদানা হযরত আমীরুল মুমেনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.) কাদিয়ানের ১২৩ তম জলসা সালানার জন্য মঞ্জুরী প্রদান করেছেন। জলসার দিনগুলি হল- ২৯, ৩০ এবং ৩১ শে ডিসেম্বর, ২০১৭ (যথাক্রমে শুক্র, শনি, ও রবিবার)। জামাতের সদস্যগণ দোয়ার সাথে এই আশিসময় জলসায় অংশগ্রহণের উদ্দেশ্যে প্রস্তুতি শুরু করে দিন। আল্লাহ্ তা’লা আমাদের সকলকে এই ঐশী জলসা থেকে আশিসমন্ডিত হওয়ার তৌফিক দান করুন। জলসার সার্বিক সফলতা এবং পুণ্যাত্মাদের জন্য এটিকে সত্য পথের দিশারী করে তোলার জন্য দোয়ারত থাকুন।

(নাযির ইসলাহ ও ইরশাদ মারকাযিয়া, কাদিয়ান)

জুমআর খুতবা

জলসার অনুষ্ঠানমালা ও বক্তৃতা ইত্যাদির মাধ্যমে আহমদীরা একদিকে যেমন আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে উন্নতির চেষ্টা করে এবং কিছু শেখার জন্য এখানে আসে তেমনি এর পাশাপাশি অ-আহমদী অতিথি এবং সংবাদ মাধ্যম তথ্য সংগ্রহের উদ্দেশ্যে ধর্ম-বিশ্বাস সম্পর্কে আমাদের শিক্ষা শোনে এবং সার্বিকভাবে জলসার পরিবেশ এবং আহমদী নর ও নারীদের স্বেচ্ছাশ্রমের ভিত্তিতে সেবা দান এবং আতিথেয়তার প্রেরণা নিয়ে তাদের কাজ করতে দেখে তারা ইসলামী শিক্ষার ব্যবহারিক দিকটাও লক্ষ্য করে। যেভাবে আমি বলেছি, এটি তবলীগের অনেক বড় একটি মাধ্যম। অতএব, আমাদের স্বেচ্ছাসেবীরা অনেক বড় একটি ভূমিকা পালন করে। আর কর্মীরা যেখানে যেভাবে যে অবস্থানেই কাজ করুন না কেন তাদের নিজেদের একটি গুরুত্ব আছে। আর এই গুরুত্বকে এক সাধারণ কর্মী থেকে শুরু করে একজন অফিসার সকলেরই দৃষ্টিতে রাখা উচিত।

সব সময় স্মরণ রাখবেন আতিথেয়তা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি বিভাগ আর আতিথেয়তা কেবল খাদ্য পরিবেশন, পানি পান করানো বা সর্বোচ্চ আবাসন ব্যবস্থা করাকেই বলে না বরং জলসা সালানার প্রতিটি বিভাগই আতিথেয়তা, তাকে যে নামই দেওয়া হোক না কেন আর যারাই জলসায় আসে, তারা মেহমান। নিজেদের সঙ্গতির মধ্য থেকে তাদের চাহিদার প্রতি যত্নবান থাকা জলসা সালানার যে কোন দায়িত্বে নিযুক্ত প্রতিটি ব্যক্তির জন্য আবশ্যক।

আতিথেয়তার উন্নত মান ও দৃষ্টান্ত স্থাপনের জন্য সকল বিভাগের কর্মকর্তা নিজেদের অবস্থার প্রতি বিশ্লেষণাত্বক দৃষ্টি রাখুন আর বিনয়ের পরম মার্গের দৃষ্টান্ত স্থাপন করুন।

যারা নিজেদের তাঁবু সাথে নিয়ে আসে আর নিজেদের থাকার ব্যবস্থা নিজেরাই করে তাদেরকে এ কথা লক্ষ্য রাখতে হবে যে, বিছানার যেন ভালো ব্যবস্থা থাকে।

জলসা সালানায় যোগদানকারী প্রতিটি ব্যক্তি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর মেহমান আর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর মেহমান হওয়ার সুবাদে প্রত্যেক মেহমানকে আমাদের বিশেষ মনে করতে হবে। আর তাদের আতিথেয়তার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করতে হবে।

প্রত্যেক বিভাগের কর্মকর্তার উচিত নিজের বিভাগের ত্রুটিবিচ্যুতি দেখার জন্য কিছু লোককে দায়িত্বে নিযুক্ত করা, যারা নিজ বিভাগের ত্রুটিবিচ্যুতি লক্ষ্য করে সন্ধ্যায় তাদের নিজ নিজ বিভাগের সর্বোচ্চ কর্মকর্তার কাছে রিপোর্ট করবে। এটি চলমান জলসা এবং আগমী বছরের জলসার মান উন্নয়নের জন্যও সহায়ক হবে।

জলসা সালনায় আগত অতিথিদের সেবা প্রসঙ্গে হাদীস এবং হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণীর আলোকে কর্মী এবং স্বেচ্ছাসেবীদের উদ্দেশ্যে গুরুত্বপূর্ণ উপদেশাবলী।

হযরত ডাক্তার মীর মহম্মদ ইসমাঈল (রা.)-এর পুত্র মাননীয় সৈয়্যদ মহম্মদ আহমদ সাহেব এবং মাননীয় চৌধুরী মহম্মদ সিদ্দিক সাহেবের স্ত্রী মাননীয়া মাহমুদা বেগম সাহেবার মৃত্যু। মরহুমীনদের প্রশংসাসূচক গুণাবলীর উল্লেখ এবং জানাযা গায়েব।

সৈয়্যদনা হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে প্রদত্ত ২১ শে জুলাই , ২০১৭, এর জুমুআর খুতবা (২১ ওফা , ১৩৯৬ হিজরী শামসী)

সৌজন্যে: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ۔ اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ۔ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ۔ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ۔

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ۔ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ۔

তাশাহুদ, তাঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন–ইনশাআল্লাহ্, আগামী শুক্রবার থেকে যুক্তরাজ্যের জলসা সালানা আরম্ভ হচ্ছে। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় জলসায় যোগদানের জন্য পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে মেহমানদের আগমন শুরু হয়ে গেছে। জলসার দিন ঘনিয়ে আসার সাথে সাথে দূরের এবং কাছের বিভিন্ন দেশ থেকে আগমনকারী মেহমানদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকবে। অনুরূপভাবে, ইংল্যান্ডের অন্যান্য শহর থেকেও অতিথারা আসতে থাকবেন।

জলসার দিনগুলোতে আহমদী ছাড়াও যারা জলসার বরকত ও কল্যাণ থেকে কল্যাণমণ্ডিত হওয়ার জন্য আসেন, এমন মেহমানদের মধ্যে ইংল্যান্ড ছাড়াও অন্যান্য দেশ থেকে অ-আহমদী এবং অমুসলিম মেহমানও থাকেন। যাদের মাঝে বিভিন্ন দেশের সরকারি প্রতিনিধি, সরকারি কর্মকর্তা এবং প্রভাবশালী ও শিক্ষিত শ্রেণিও জলসায় যোগদান করে থাকেন। একইভাবে প্রচারমাধ্যম এবং মিডিয়ার সাথে যুক্ত লোকের সংখ্যাও ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। আগমনকারী অ-আহমদী মেহমানরা আমাদেরকে গভীর দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করেন এবং সব কিছু দেখেন আর প্রায় ক্ষেত্রেই তারা ভালো প্রভাব গ্রহণ করেন। বিশেষ করে তারা যখন দেখে যে আমাদের ব্যবস্থাপনা পুরোটাই স্বেচ্ছাশ্রমের ভিত্তিতে চলে থাকে তখন এটি তবলীগের পথকে আরও সুগম করে এবং এর মাধ্যমে জামা'ত আরো বেশি পরিচিতি লাভ করে। আহমদীয়াত সম্পর্কে তাদের জানার আগ্রহ বৃদ্ধি পায়। অতএব, এ দিনগুলোতে নারী, পুরুষ নির্বিশেষে আমাদের সকল স্বেচ্ছাসেবীরা নীরবে তবলীগ করে থাকে। প্রচার মাধ্যমের সুবাদে আহমদীয়াতের পরিচিতি পৃথিবীর সর্বত্র ব্যাপক পরিসরে ছড়িয়ে পড়ে। এখন সাধারণ দিনগুলোতেও অনেক সময় কিছু কিছু ঘটনার কারণে জামা'তের প্রতি মনোযোগ তৈরী হচ্ছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ ইউরোপে কয়েকটি সন্ত্রাসী ঘটনার পর জামা'তের নারী,

পুরুষ সকল সদস্যই ইসলামের সঠিক বাণী জগদ্বাসীর কাছে পৌঁছানোর চেষ্টা করেছে আর আমাদের প্রেস বিভাগও এ ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। আমাদের মুরুব্বীদেরও সাক্ষাতকার প্রকাশিত হয়েছে। শান্তিপূর্ণ ইসলামী শিক্ষার সুবাদে প্রচারমাধ্যম জামা'তকে ব্যাপক পরিসরে পরিচিত করেছে। এমন ঘটনার সংখ্যা যতই বৃদ্ধি পাচ্ছে, বিশ্বের অঙ্গনে জামা'ত ততবেশি পরিচিতি লাভ করছে। অতএব, জলসার দিনগুলোতে আল্লাহ্ তা'লা জলসার মাধ্যমে ইসলামকে পরিচিত করার ব্যাপক সুযোগ সৃষ্টি করছেন।

জলসার অনুষ্ঠানমালা ও বক্তৃতা ইত্যাদির মাধ্যমে আহমদীরা একদিকে যেমন আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে উন্নতির চেষ্টা করে এবং কিছু শেখার জন্য এখানে আসে তেমনি এর পাশাপাশি অ-আহমদী অতিথি এবং সংবাদ মাধ্যম তথ্য সংগ্রহের উদ্দেশ্যে ধর্ম-বিশ্বাস সম্পর্কে আমাদের শিক্ষা শোনে এবং সার্বিকভাবে জলসার পরিবেশ এবং আহমদী নর ও নারীদের স্বেচ্ছাশ্রমের ভিত্তিতে সেবা দান এবং আতিথেয়তার প্রেরণা নিয়ে তাদের কাজ করতে দেখে তারা ইসলামী শিক্ষার ব্যবহারিক দিকটাও লক্ষ্য করে। যেভাবে আমি বলেছি, এটি তবলীগের অনেক বড় একটি মাধ্যম। অতএব, আমাদের স্বেচ্ছাসেবীরা অনেক বড় একটি ভূমিকা পালন করে। আর কর্মীরা যেখানে যেভাবে যে অবস্থানেই কাজ করুন না কেন তাদের নিজেদের একটি গুরুত্ব আছে। আর এই গুরুত্বকে এক সাধারণ কর্মী থেকে শুরু করে একজন অফিসার সকলেরই দৃষ্টিতে রাখা উচিত। পানি পরিবেশনকারী একজন সাধারণ শিশু কর্মী হলেও তার ব্যবহার এবং নিঃস্বার্থ ও একনিষ্ঠ হয়ে পানি পরিবেশন করা যেখানে তাকে খোদার সন্তুষ্টি অর্জনকারী করে তোলে সেখানে এটি অ-আহমদীদেরকেও প্রভাবিত করে। আর জলসায় যোগদানকারী অতিথিরা এ কথা প্রকাশও করে থাকেন।

অনুরূপভাবে স্বেচ্ছাসেবী ছাড়া অফিসারদেরও একথা স্মরণ রাখা উচিত যে, শুধু নিজেদের কর্মীদের এবং স্বেচ্ছাসেবীদেরকেই খিদমতকারী মনে করে তাদের কাছ থেকে কাজ আদায় করে নেবেন না বরং নিজেও পরম বিনয়ের সাথে এক সাধারণ কর্মী ও সহকারীর মত কাজ করার চেষ্টা করুন। সহকারী কর্মী, অন্যান্য ব্যক্তিবর্গ এবং অতিথিদের সাথেও কোমল ব্যবহার করুন আর সাহায্য-সহযোগিতার হাত প্রসারিত রাখুন। চেহারায় যেন কোমলতা এবং বিনয়ের ভাব ফুটে থাকে। কোমল ভাষা এবং উন্নত চারিত্রিক মান যেন প্রতিষ্ঠিত হয়।

সব সময় স্মরণ রাখবেন আতিথেয়তা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি বিভাগ আর আতিথেয়তা কেবল খাদ্য পরিবেশন, পানি পান করানো বা সর্বোচ্চ আবাসন ব্যবস্থা করাকেই বলে না বরং জলসা সালানার প্রতিটি বিভাগই আতিথেয়তা, তাকে যে নামই দেওয়া হোক না কেন আর যারাই জলসায় আসে, তারা মেহমান। নিজেদের সঙ্গতির মধ্য থেকে তাদের চাহিদার প্রতি যত্নবান থাকা জলসা সালানার যে কোন দায়িত্বে নিযুক্ত প্রতিটি ব্যক্তির জন্য আবশ্যক। এর জন্য হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এক জায়গায় নিজের আবেগ ও অনুভূতি প্রকাশ করেছেন, যা আমাদের জন্য একটি নীতিগত কর্মপন্থা। তিনি (আ.) বলেন- "কোন অতিথির যেন কষ্ট না হয়, এদিকে সবসময় আমার দৃষ্টি থাকে। বরং আমি সব সময় এর উপর জোর দিয়ে থাকি যে, অতিথিদের স্বাচ্ছন্দ্য ও আরামের যথাসাধ্য ব্যবস্থা ও বিধান করা উচিত। অতিথিদের হৃদয় কাচের মত ভঙ্গুর হয়ে থাকে, সামান্য আঘাতেই তা ভেঙ্গে যায়। "

(মালফুযাত, ৫ম খণ্ড,পৃষ্ঠা: ৪০৬)

অতএব, এ কথা আমাদের স্মরণ রাখা উচিত। আর এরূপ পরিস্থিতি সৃষ্টি হলে নিজেদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে গিয়ে হলেও অতিথিদের আরাম ও স্বাচ্ছন্দ্য বিধান করা উচিত। সব বিভাগের কর্মকর্তাদের আমি বলব যে, তাদের আচার-ব্যবহার যদি কোমল হয়, তাদের স্বভাব-চরিত্র যদি উন্নত হয়, তাদের মাঝে যদি ধৈর্যের বৈশিষ্ট্য থাকে, তাদের ভিতর অসঙ্গত কথা শোনার মত শক্তি যদি অনেক বেশি থাকে তাহলে তাদের সহকারী এবং কর্মীরাও অতিথিদের সাথে অনুরূপ আচরণ করবেন আর আতিথেয়তার উন্নত দৃষ্টান্ত তারা স্থাপন করবেন। কিন্তু কর্মকর্তাদের চেহারায় যদি কাঠিন্য ও কথায় কর্কশতা থাকে এবং কথা মন দিয়ে না শোনার ও সহ্য করার অভ্যাস না থাকে তাহলে তাদের সহকারীরাও এমনই আচরণ করবে। অতএব, আতিথেয়তার উন্নত মান ও দৃষ্টান্ত স্থাপনের জন্য সকল বিভাগের কর্মকর্তা নিজেদের অবস্থার প্রতি বিশ্লেষণাত্মক দৃষ্টি রাখুন আর বিনয়ের পরম মার্গের দৃষ্টান্ত স্থাপন করুন।

যেভাবে আমি বলেছি, শুধু দু-একটি বিভাগই আতিথেয়তার অধীনে আসে না বরং আবাসন, খাদ্য পরিবেশন, পরিবহন, পরিচ্ছনতা এবং স্বাস্থ্য-প্রতিটি বিভাগই জলসা সালানার আতিথেয়তার বিভাগ। এছাড়াও রয়েছে পথ নির্দেশনা দেওয়ার জন্য নিয়োজিত খোদ্দাম বা অন্যান্য কর্মীবৃন্দ, নিরাপত্তা বিভাগ ইত্যাদি- এক কথায় স্ব স্ব গণ্ডিতে সকলেই মেজবান বা অতিথি সেবক।

আবাসন প্রবন্ধকদের স্মরণ রাখতে হবে যে, সাধারণ আবাসনস্থল হোক বা তাঁবুই হোক, মহিলা এবং শিশুদের বিছানার ব্যাপারে বিশেষভাবে যত্নবান হবেন। এখন গরমকাল হলেও রাতে হঠাৎ করে আবহাওয়া ঠান্ডা হতে পারে। আর বিশেষ করে হাদীকাতুল মাহদী, যেখানে জলসা হবে ইনশাআল্লাহ্, লন্ডনের চেয়ে সেখানকার তাপমাত্রা ৪-৫ ডিগ্রী নীচে থাকে। তাই যারা নিজেদের তাঁবু সাথে নিয়ে আসে আর নিজেদের থাকার ব্যবস্থা নিজেরাই করে তাদেরকে এ কথা লক্ষ্য রাখতে হবে যে, বিছানার যেন ভালো ব্যবস্থা থাকে।

গত বছরের অভিজ্ঞতা এটাই যে, যারা শিশু নিয়ে আসে, অনেক সময় আবওহাওয়া ঠান্ডা হওয়ার কারণে রাতে তাদের সমস্যা হয়।

অনুরূপভাবে যারা খাদ্য পরিবশন করে এবং যাদের সঙ্গে অতিথিদের সরাসরি সম্পর্ক, আমি তাদের সব সময় স্মরণ করাই যে প্লেটে খাবার পরিবেশন করার সময় অতিথির পছন্দ-অপছন্দের ব্যাপারটিও জেনে নিন যদিও এক্ষেত্রে বেশ অসুবিধা সম্মুখীন হতে হয় তথাপি যথাসাধ্য দৃষ্টি রাখার চেষ্টা করুন। যদি কোন সমস্যা থাকে তাহলে কঠোর ভাষা প্রয়োগ না করে সুন্দর ও শালীনভাবে সাথে উত্তর দিন যাতে অন্যের আবেগ ও অনুভূতিতে আঘাত না লাগে।

এ বছর জলসার ব্যবস্থাপনার অধীনে খাবারের প্লেট পরিবর্তন করা হয়েছে। পূর্বে যেসব প্লেট ব্যবহার করা হতো সেগুলো সম্পর্কে বলা হয় যে, তাতে একটি বিশেষ তাপমাত্রার উর্দ্ধে খাবার পরিবেশন করা উচিত নয়। কেননা এর ফলে তা থেকে কিছু বিষাক্ত রাসায়নিক পদার্থ নির্গত হয়। আমাদের খাবার যেহেতু খুবই গরম থাকে তাই জলসা সালানার অফিসার আমাকে এ বছর ব্যবহারের জন্য যে প্লেট দেখিয়েছেন, তা বিশেষ ধরণের কাগজ দ্বারা প্রস্তুতকৃত হবে। তাই যারা খাবার পরিবেশন করবে, তাদের সাবধান থাকতে হবে। আর প্লেট বেশি পাতলা হলে আপনারা দুটি প্লেট একসাথে দিতে পারেন। খাদ্য পরিবেশনকারী বিভাগকেও এ প্রসঙ্গে সঠিক দিক-নির্দেশনা দেওয়া উচিত।

পরিবহন বিভাগও খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এবার পার্কিং-এর ব্যবস্থা দূরে হওয়ার কারণে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে শাটাল বাসের ব্যবস্থা করা হয়েছে। জলসা সালানার ব্যবস্থাপনার উচিত হবে এটিকে সুচারুরূপে পরিচালনা করা, মানুষ যেন যথা সময়ে জলসায় পৌঁছতে পারে আর যারা নিজের গাড়িতে চড়ে আসেন, এমন অতিথিদের স্মরণ রাখতে হবে যে, তাদের পার্কিং-এর ব্যবস্থা দূরেও হতে পারে। আর জলসা প্রাঙ্গণ থেকে অনেক দূরে এ ব্যবস্থা করা হতে পারে। তাই সময় হাতে রেখে আপনারা যাত্রা শুরু করুন। এভাবে অন্যান্য বিভাগও রয়েছে, প্রত্যেক বিভাগের নিজেদের কর্মপন্থা এবং কর্মীদের প্রশিক্ষণ অতিথিদের সর্বোচ্চ সুযোগ-সুবিধা দেওয়ার মানসেই করতে হবে।

পৃথিবীর বর্তমান অবস্থার প্রেক্ষাপটে খেদমতে খালক এবং নিরাপত্তা কর্মীদের পূর্বাপেক্ষা অধিক তৎপর হয়ে কাজ করতে হবে। একই সাথে অতিথিদের আত্মসম্মানবোধ এবং তাদের আবেগ অনুভূতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল থেকে এ দায়িত্ব পালন করতে হবে। কার্ড চেক করা এবং অন্যান্য চেকিং, স্ক্যানিং ইত্যাদির ক্ষেত্রে প্রথম দিন থেকে শেষ দিন পর্যন্ত পুরো সচেতনতা ও সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। প্রত্যেক ব্যক্তি যতবারই বাইরে যাবে ভিতরে আসার সময় তাকে চেক করতে হবে। কিন্তু একই সাথে দৃষ্টি রাখতে হবে যে, তারা যেন এটি মনে না করে যে, তাদের সঙ্গে ব্যতিক্রমধর্মী আচরণ করা হচ্ছে বা তাদের সাথে দুর্ব্যবহার করা হচ্ছে।

যাইহোক, জলসার ব্যবস্থাপনার সম্পূর্ণটাই অস্থায়ী। আমি ভালোভাবে জানি যে, জলসার এ ব্যবস্থাপনা সাময়িক হওয়ার কারণে এটি ভুলভ্রান্তি ও ত্রুটিবিচ্যুতির উর্ধ্বে নয়। বরং স্থায়ী ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রেও ত্রুটিবিচ্যুতি বা খুঁত থেকেই যায়। আমাদের চেষ্টা করতে হবে আমরা যেন নিজেদের সামর্থ্য, যোগ্যতা এবং উপায়-উপকরণকে যথাসাধ্য কাজে লাগিয়ে মেহমানদের সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা করতে পারি।

জলসা সালানায় যোগদানকারী প্রতিটি ব্যক্তি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর মেহমান আর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর মেহমান হওয়ার সুবাদে প্রত্যেক মেহমানকে আমাদের বিশেষ মনে করতে হবে। আর তাদের আতিথেয়তার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করতে হবে। যদিও জলসা সালানার ব্যবস্থাপনার অধীনে নিগরানী বা তত্ত্বাবধানেরও একটি বিভাগ রয়েছে,

যারা বিভিন্ন বিভাগ পরিদর্শন করে দেখে। এই বিভাগের কর্মীরা গভীর পর্যবেক্ষণ করে তাদের কর্মকর্তাদের মাধ্যেমে জলসা সালানার ব্যবস্থাপনার দুর্বলতার প্রতি তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কিন্তু প্রত্যেক বিভাগের কর্মকর্তার উচিত নিজের বিভাগের ত্রুটিবিচ্যুতি দেখার জন্য কিছু লোককে দায়িত্বে নিযুক্ত করা, যারা নিজ বিভাগের ত্রুটিবিচ্যুতি লক্ষ্য করে সন্ধ্যায় তাদের নিজ নিজ বিভাগের সর্বোচ্চ কর্মকর্তার কাছে রিপোর্ট করবে। এটি চলমান জলসা এবং আগমী বছরের জলসার মান উন্নয়নের জন্যও সহায়ক হবে। এই পর্যবেক্ষণের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে গিয়ে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) একবার বলেছেন -" লঙ্গর খানার ব্যবস্থাপকদের নিয়মিতভাবে দেখা উচিত যে, অতিথিদের কী কী জিনিসের প্রয়োজন রয়েছে। কিন্তু তিনি যেহেতু একা তাই অনেক সময় দৃষ্টি থাকে না, কিছু কথা দৃষ্টির আড়ালেই থেকে যায়। অন্য ব্যক্তির উচিত,তাকে স্মরণ করানো।" (মালফুযাত, ৭ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ২২০) আর স্মরণ করানোর সর্বোৎকৃষ্ট উপায় হল – কর্মকর্তার উচিত কাউকে স্মরণ করানোর দায়িত্ব দেওয়া, যে পর্যবেক্ষণ করবে, কোন কোন ক্ষেত্রে ঘাটতি ও ত্রুটি রয়েছে।

ধনী ও দরিদ্র উভয়ের বিনা ব্যতিক্রমে আপ্যায়ন করা উচিত। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আমাদেরকে পথের দিশা দেওয়ার জন্য অনেক ছোট ছোট কথার প্রতিও দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন এবং সূক্ষ্মতার সাথে আতিথেয়তার রীতি শিখিয়েছেন। একবার তিনি বলেন - "অতিথিদের মধ্যে যেসব নতুন ও অপরিচিত মানুষ আসে, যারা সবকিছু জানে না, (এখানেও অনেক দেশ থেকে এমন মানুষ আসে) আমাদের দায়িত্ব হল, তাদের প্রতিটি চাহিদার প্রতি লক্ষ্য রাখা। অনেক সময় কেউ হয়তো শৌচালয় খুঁজতে গিয়ে অসুবিধায় পড়েন। তখন তাদের অনকে কষ্ট হয়। অতএব, মেহমানদের চাহিদা এবং প্রয়োজনের প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। যাদেরকে এমন কাজের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, তাদের উচিত হবে কোন প্রকার অভিযোগের সুযোগ না দেওয়া। কেননা, মানুষ শত শত, হাজার হাজার মাইল পথ পাড়ি দিয়ে নিষ্ঠা ও সততার সাথে সত্যের অন্বেষণে এখানে আসেন।"

(মালফুযাত, ৭ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ২২০)

যদিও অ-আহমদীদের প্রেক্ষাপটেও তিনি এটি বর্ণনা করেছেন তথাপি আপনজনদের আতিথেয়তা এবং জলসার অতিথিদের আতিথেয়তা সম্পর্কে তাঁর এমন নির্দেশনা রয়েছে যেখানে তিনি এদিকে বিশেষভাবে মনোযোগ আকর্ষণ করেছেন। যেভাবে আমি বলেছি, যারা অ-আহমদী অতিথি বা প্রচারমাধ্যমের যেসব প্রতিনিধি জলসায় যোগদান করেন, তারা সার্বিক আচার-আচরণের প্রতিও বিশ্লেষণাত্মক দৃষ্টি রাখেন। তাই এসব বিভাগের কর্মীদের আচার-আচরণ অনেক উন্নত হওয়া উচিত।

একবার হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেছেন যে, "আমার নীতি হল যদি কোন মেহমান এসে গালিও দেয় তবুও তা সহ্য করা উচিত।"

(মালফুযাত, ৫ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৯১)

কাজেই, মেহমানদের কঠোর আচরণও সহ্য করা উচিত, সে আপন হোক বা পর। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর আতিথেয়তার মান কেমন ছিল, এ প্রসঙ্গে লিখতে গিয়ে এক ব্যক্তি লিখেছেন- "আতিথেয়তার ক্ষেত্রে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর মত সর্বোৎকৃষ্ট এবং জীবন্ত দৃষ্টান্ত। যারা তাঁর সহচর্যে অধিক সময় কাটানোর অনেক সুযোগ পেয়েছেন, তারা জানেন যে কোন অতিথি সামান্য কষ্ট পেলেও তিনি বিচলিত হয়ে উঠতেন। (সেই অতিথি আহমদী হোক বা অ-আহমদী) তিনি লিখেন- "জামা'তের নিষ্ঠাবান বন্ধুদের জন্য তাঁর হৃদয়ে আরও বেশি আবেগ এবং স্নেহ উদ্বেলিত হত।"(মালফুযাত, ৭ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ১০১) অতএব, জলসায় আগমনকারী অতিথিদের ক্ষেত্রে এই আবেগ-উদ্দীপনা এবং এই ভালবাসা আমাদের যথাসাধ্য প্রদর্শন করা উচিত।

আতিথেয়তার গুরুত্ব এবং তাদের সম্মান করা সম্পর্কে মহানবী (সা.) কী বলেছেন? এই সম্পর্কে একটি হাদীসে এসেছে যে, তিনি (সা.) বলেছেন যে, আল্লাহ্ এবং পরকালে ঈমানের জন্য তিনটি কাজ করা আবশ্যক। একটি হল ভালো কথা বল, না হয় নীরব থাক দ্বিতীয়ত প্রতিবেশীর প্রতি শ্রদ্ধাশীল হও আর তৃতীয়ত নিজের অতিথির সম্মান কর। (সহী বুখারী, কিতাবুল ঈমান) অতএব, অতিথির সম্মানও আল্লাহ এবং পরকালে ঈমানের বা বিশ্বাসের শর্তাবলীর একটি, এছাড়া আরো অনেক শর্ত আছে। অথবা আমরা বলতে পারি যে, একজন মু'মিনের ঈমানের উন্নত মানে পৌঁছানোর জন্য আতিথেয়তাও একটি গুরুত্বপূর্ণ শর্ত।

আতিথেয়তা প্রসঙ্গে এটিও বলে দিতে চাই যে, রসূলে করীম (সা.) মেহমানদের ধর্মীয় অবস্থার উন্নতি এবং তাদের তরবিয়তের প্রতিও সজাগ দৃষ্টি রাখতেন। একটি হাদীসে এসেছে, অতিথিদেরকে খাওয়ানোর পর তাদের ইচ্ছা অনুসারে মসজিদে ঘুমানোর জন্য পাঠিয়ে দেন, এরপর ফজরের নামাযের জন্য সবাইকে ঘুম থেকে ডেকেছেন।

(মসনদ আহমদ বিন হাম্বিল, ৫ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৩৫১-৩৫২)

জলসার তরবিয়ত বিভাগ এ কারণেই গঠন করা হয়েছে যে, তারা অতিথিদের যেন নামাযের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করে, ফযর এবং তাহাজ্জুদের জন্য যেন ঘুম থেকে জাগিয়ে তোলেন। কিন্তু নম্রতা ও স্নেহ -ভালোবাসার সাথে। এই কয়েকটি কথা অতিথিদের প্রেক্ষাপটে আমি বললাম। আল্লাহ্ তা'লা সব কর্মীদের হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর মেহমানদের সর্বোত্তমভাবে খেদমত করার তৌফিক দান করুন।

নামাযের পর দুই বক্তির গায়েবানা জানাযা পড়াব। প্রথমটি হল জনাব সৈয়দ মোহাম্মদ আহমদ সাহেবের, যিনি হযরত ডা. মীর মোহাম্মদ ইসমাঈল সাহেব (রা.)-এর পুত্র। তিনি ১৩ জুলাই ৯২ বছর বয়সে লাহোরে ইন্তেকাল করেন, ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন। তিনি হযরত ডা. মীর মোহাম্মদ ঈসমাইল সাহেবের সবচেয়ে বড় পুত্র ছিলেন। হযরত উম্মুল মু'মিনীন আম্মাজান তার ফুপি ছিলেন। তার বিয়ে হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেবের কনিষ্ঠা কন্যার সাথে হয়। এই দৃষ্টিকোণ থেকে তিনি তার সবচেয়ে কনিষ্ঠ জামাতা। হযরত ডা. মীর মোহাম্মদ ইসমাঈল সাহেব দুটি বিয়ে করেন। প্রথম বিয়ে হয় ১৯০৬ সনে হযরত শওকত সুলতান সাহেবার সাথে। তার থেকে কোন সন্তানের জন্ম হয় নি। দ্বিতীয় বিয়ে হয় আমাতুল লতিফ বেগম সাহেবার সাথে ১৯১৭ সনে। যিনি দিল্লী নিবাসী হযরত মির্যা মোহাম্মদ শফী সাহেব, সদর আঞ্জুমানে আহমদীয়ার অডিটরের কন্যা ছিলেন। তার গর্ভ থেকে আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় ৭ পুত্র এবং তিন কন্যার জন্ম হয়। জনাব মোহাম্মদ আহমদ সাহেব ১৯৩৯ সালে কাদিয়ান থেকে মেট্রিক পরীক্ষা পাশ করেন । এরপর লাহোরের সরকারী কলেজে বি.এস.সি পরীক্ষা দেন। ১৯৪৩ সনে রয়েল ইন্ডিয়ান বিমান বাহিনীতে ফ্লাইট ক্যাডেট হিসেবে যোগ দেন। তার স্ত্রী আমাতুল লতিফ বেগম সাহেবা হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেবের কন্যা। তাদের তিন পুত্র এবং এক কন্যা রয়েছে। এক ছেলে হাসেম আকবর সাহেব, যিনি হার্টলীপুল জামাতের প্রেসিডেন্ট। তার কন্যা ডা. আয়েশা আমেরিকায় বসবাস করেন। মুহাম্মদ আহমদ সাহেব নিজেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের স্মৃতি বর্ণনা করেছেন। ১৯৪৩ সনে বিমান বাহিনীতে ফ্লাইট ক্যাডেট হিসেবে যোগ দেন । দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধে ফাইটার পাইলট হিসেবে যুদ্ধে যোগ দেন। যুদ্ধচলাকালে বার্মা ফ্রন্টে ১৯৪৫ সনে তার জাহাজকে একবার জরুরী অবস্থায় অবতরণ (ক্র্যাশ ল্যান্ডিং) করতে হয়েছে। তার জাহাজ ধ্বংস হয়ে যায় কিন্তু তিনি নিদর্শনমূলক ভাবে রক্ষা পান। এরপর ১৯৪৭ সনে সিভিল এভিয়েশন বিভাগে তিনি ট্রান্সফার হন। ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল এয়ারওয়েজ বা ভারতীয় জাতীয় বিমান বিভাগে বিমান চালনার দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৪৭ সালের পরিস্থিতি সংকটাপন্ন ছিল। হযরত ডা. মীর মোহাম্মদ ইসমাঈল সাহেব ১৯৪৭ সনে ইহধাম ত্যাগ করেন। কিন্তু প্রতিকুল পরিস্থিতির কারণে জানাযায় যোগ দিতে পারেন নি। দুই দিন পর কাদিয়ান পৌঁছান ।

ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে জামা'তের সাথে তার সম্পৃক্ততা সংক্রান্ত ঘটনা হল- তিনি বিমান বাহিনীতে কর্মরত থাকা অবস্থায় দেশ বিভাজনের সময় হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.)-এর নির্দেশে জামাত দু'টো ছোট জাহাজ ক্রয় করে। পাইলোটের প্রয়োজন ছিল। তিনি বলেন এক রাতে সংবাদ পাই যে হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব ডেকে পাঠিয়েছেন। অনতিবিলম্বে কাদিয়ান আসা নির্দেশ দেন। তিনি তখনই কাদিয়ানের উদ্দেশ্যে রওনা হন। সেখানে গিয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, জাহাযের ইনচার্জ হবেন হযরত সাহেবযাদা মির্যা নাসের আহমদ সাহেব, খলীফাতুল মসীহ্ সালেস, যিনি তৎকালীন খোদ্দামুল আহমদীয়ার সদর ছিলেন। তার অধীনেই ইনি বিমান চালক হিসেবে কাজ করবেন। যাইহোক সেই সময় অনেক গুরুত্বপূর্ণ জিনিসপত্র তিনি পাকিস্তান পৌঁছান।

একটি কৌতুহল উদ্দীপক ঘটনা তিনি লিখেছেন, যা ঐতিহাসিক এবং খুবই গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। একদিন সকালে হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) আমাকে 'কাসরে খিলাফতে'র অফিসে ডেকে বলেন যে, আজকে আমি আমার সবচেয়ে মূল্যবান জিনিস তোমাকে দিচ্ছি যা তোমাকে লাহোর নিয়ে যাওয়ার পর শেখ বশীর আহমদ সাহেবের কাছে তা প্রত্যার্পণ করতে হবে। আর এই জিনিসের সুরক্ষা ও সংরক্ষণের বিষয়টি সেভাবে তার সামনে বর্ণনা করবে যেভাবে তোমাকে বলছি আর তার কাছ থেকে প্রাপ্তি রসিদও নিয়ে এসে আমার হাতে দিবে। মীর সাহেব বলেন যে, আমার বুদ্ধি অপরিপক্ক ছিল। সেই সময় আমি ভাবলাম যে, হুযূর হয়তো আমার হাতে জামা'তের ধনভাণ্ডার বা মনি-মানিক্য বা হীরের বাক্স দিবেন,

যা আমাকে নিয়ে যেতে হবে। কিন্তু কিছুক্ষণ পর হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) তাঁর জায়গা থেকে উঠে গিয়ে একটা ময়লা ছোট ট্রাভেল ব্যাগ এনে আমার হাতে তুলে দেন। ব্যাগটি ছিল মোটা কাপড়ের আর তার চেইনও ছিল ভাঙা। ব্যাগটি কাগজে পরিপূর্ণ ছিল। সেই ব্যাগ আমার সামনে রেখে তিনি (রা.) বলেন, আমার কুরআনের লেখা তফসীরের কিছু অংশ প্রকাশ পেয়ে গেছে আর কিছু অংশ লেখা হয়ে গেছে যা এখনও ছাপে নি কিন্তু এর একটা বড় অংশের তফসীর লেখার কাজ বাকী আছে। আমার জীবনের একটি বড় উদ্দেশ্য হল এই তফসীরের কাজ সম্পূর্ণ করা। তাই দিন- রাত, চলতে-ফিরতে বা কর্মরত অবস্থায় যখনই কুরআনের কোন আয়াত সম্পর্কে কোন নতুন অর্থ আমার মাথায় আসে আমি তৎক্ষণাৎ তা একটি সাদা কাগজে লিখে এই ব্যাগে পুরে দিয়ে সেটিকে সংরক্ষণ করি যেন প্রয়োজনে তা কাজে আসে। তিনি (রা.) বলেন যে, এসব কাগজে লেখা নোটে কোন ধারা বিন্যাস থাকবে এমনটি আবশ্যক নয় কিন্তু আমার জন্য এটি অনেক বড় সম্পদ। মীর সাহেব বলেন, আমি হুযূরের কাছ থেকে সেই ব্যাগ নিয়ে সামলে রাখি এবং বিমানে করে লাহোরে নিয়ে যাই। সেখানে গিয়ে বিমান বন্দর থেকে ফোন করে শেখ বশীর সাহেবকে ডেকে তাঁর হাতে অর্পণ করি এবং তার কাছ থেকে প্রাপ্তির রসিদ নিই। দীর্ঘ ঘটনা এটি আর এটি এক ঐতিহাসিক ঘটনা যা তার সাথে সম্পর্ক রাখে যে হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.)-এর মূল্যবান ও গুরুত্বপূর্ণ নোটস নিয়ে আসেন। যার সম্পর্কে তাকে হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) বিশেষ তাকিদী নির্দেশ দিয়েছেন। যাইহোক ১৯৫০ সনে পুনরায় হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) তাকে বলেন যে, পুনরায় তুমি বিমান বাহিনীতে ফেরত যেতে পার যেখানে বিমান বাহিনীতে ১৯৬৫ পর্যন্ত তিনি চাকরি করেন এবং উইং কমান্ডার পদ পর্যন্ত তিনি উন্নীত হোন। অনেক দীর্ঘ কোর্সও করেছেন তিনি। ইংল্যান্ডেও কোর্স করেছেন ১৯৬০ থেকে ১৯৬৩ পর্যন্ত কোয়েটায় আর্মি কমান্ড এন্ড স্টাফ কলেজে ইন্সট্রাক্টার হিসেবেও তিনি দায়িত্ব পালন করেছেন। যুদ্ধ কৌশল (ওয়ার প্ল্যানিং) বিভাগের ইনচার্জও ছিলেন। ১৯৫৩ সনে তিনি বিমান বিভাগের প্রশিক্ষণের জন্য যখন এখানে আসেন অর্থাৎ ইংল্যান্ডে তখন চৌধুরী জহুর বাজওয়া সাহেব মুবাল্লেগ ইনচার্জ ছিলেন। তিনি বলেন, প্রশিক্ষণ সমাপনান্তে আমার ফিরতি ফ্লাইটের জন্য কয়েক দিন সময় হাতে ছিল, সেই কারণে আমি মিশন হাউজে বাজওয়া সাহেবের সাথে অবস্থান করি, তখন বাজওয়া সাহেবের মাধ্যমে কর্নেল ডগলাস সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাতের সুযোগ হয়। বাজওয়া সাহেব আমাকে তার সাথে পরিচয় করিয়ে দেন। তিনি বলেন, কর্ণেল ডগলাস সাহেবের কাছে যখন যাই আমি তাকে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বিরুদ্ধে হত্যা সংক্রান্ত যে অভিযোগ ছিল তা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করি। কর্ণেল ডগলাস সাহেব বলেন যে, আমি গুরুদাসপুরের ডেপটি কমিশনার ছিলাম। আমার আদালতে এই মামলা আসার কয়েক বছর পূর্বেকার একটা ঘটনা রয়েছে। ক্যাপটেন ডগলাস সাহেব বলেন, তা আমি সেই ঘটনা থেকে আরম্ভ করতে চাই। আমি সেই যুগে বাটালার এসিস্ট্যান্ট কমিশনার ছিলাম। এক দিন আমি অমৃতসর থেকে ট্রেনে বাটালা ফিরছিলাম। কর্ণেল ডগলাস সাহেব বলেন,(ঐতিহাসিক ঘটনা এটি) শেষ বগীর প্রথম শ্রেণীতে আমি সফর করছিলাম। অমৃতসর থেকে যাত্রা করার পূর্বে গুরুদাসপুরের এসিস্ট্যান্ট কমিশনারের সংবাদ আসে যে তোমার সাথে জরুরী কথা আছে, তাই বাটালা স্টেশনে তোমার সাথে দেখা করব। ক্যাপটেন ডগলাস সাহেব বলেন যে, ট্রেন যখন বাটালা পৌঁছে গুরুদাসপুরের এসিস্ট্যান্ট কমিশনার স্টেশনে উপস্থিত ছিলেন না। আমি ভাবলাম যে, তিনি হয়তো ট্রেনের সামনের দিকের প্রথম প্রথম শ্রেণীর কামরায় আমাকে খুঁজছেন। তাই আমি তাড়াতাড়ি ট্রেন থেকে নেমে প্লাটফর্মের বাউন্ডারী প্রাচীরের পাশ দিয়ে দ্রুত পায়ে ট্রেনের সামনের বগীর দিকে এগোতে থাকি। আমি যখন প্লাটফর্মের প্রায় দুই তৃতীয়াংশ অতিক্রম করি তখন দেখি যে, সামনের দিক থেকে এক ব্যক্তি হেঁটে আসছেন। যাঁর দৃষ্টি ছিল অবনত, চেহারা অতিশয় জ্যোতির্মণ্ডিত। তাঁর চেহারায় এমন এক আকর্ষণ ছিল যা আমার মন ও মস্তিষ্ককে আলোড়িত করে তোলে। কর্ণেল সাহেব বলেন, এমন মনে হচ্ছিল যেন ইহজগতের সাথে তাঁর কোন সম্পর্কই নেই। তিনি ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছিলেন। আমার জন্য এমন দীপ্তিময় চেহারা থেকে দৃষ্টি সরানো অসম্ভব হয়ে পড়েছিল। আমি এক দৃষ্টিতে তার চেহারায় তাকিয়ে থাকলাম। আমার পাশ দিয়ে তিনি হেটে গেলেন তবু আমি তাঁকে দেখতে থাকলাম এবং ধীরে ধীরে ঘুরে গেলাম এমনকি উল্টো পায়ে হাঁটতে আরম্ভ করলাম যাতে সেই ব্যক্তির চেহারা আমি দেখতে পাই। (হযরত মসীহ মওউদ (আ.) একদিকে যাচ্ছিলেন এবং ইনি বিপরীত দিকে যাচ্ছিলেন। হযরত মসীহ্ মওউদকে দেখার জন্য তিনি তার চেহারা মসীহ্ মওউদের দিকে ঘুরিয়ে উল্টো পায়ে হাঁটতে থাকেন।) ততক্ষণে এসিস্ট্যান্ট স্টেশন মাষ্টার, যিনিএক ভারতীয় ছিলেন, পতাকা নিয়ে এগিয়ে আসেন। কিন্তু আমাকে তিনি লক্ষ্য করেন নি। আমি যেহেতু উল্টো হাঁটছিলাম তাই তার সাথে আমি ধাক্কা খেলে তিনি পড়ে যান। দোষ যদিও আমার ছিল কিন্তু যেহেতু ইংরেজদের শাসন ছিল তাই সেই স্টেশন মাষ্টার আমার কাছে ক্ষমা চায়তে থাকেন। আমি বললাম যে, না, তোমার দোষ নেই, আমার দোষ। যাইহোক আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম যে, এই যে ব্যক্তি হেঁটে যাচ্ছেন ইনি কে? স্টেশন মাষ্টার বলেন যে, আপনি কি জানেন না? ইনি কাদিয়ানের মির্যা সাহেব। আমি সেই সময় গভীরভাবে আবেগ আপ্লুত হয়ে পড়ি। এমন জ্যোতির্মণ্ডিত চেহারা সারা জীবনে কখনও দেখি নি। দীর্ঘকাল আমার উপর এর প্রভাব ছিল, কালের প্রবাহে ক্রমেই তা ভুলে যাই।

এরপর আমি যখন সেখানে জজ হিসেবে নিযুক্ত হই এবং মসীহ্ মওউদ সংক্রান্ত ফাইল আদালতে আসে, আমি দেখি তার বিরুদ্ধে যে কেস সাজানো হয়েছে তা সঠিক ভাবে বানানো হয়েছে, কোন ত্রুটি নেই। অভিযুক্ত ব্যক্তিকে শাস্তি দেওয়া অনিবার্য হয়ে পড়েছিল। কিন্তু আমি স্তম্ভিত হয়ে যাই যখন পড়লাম যে, অভিযুক্ত ব্যক্তি কাদিয়ানের মির্যা গোলাম আহমদ। কয়েক বছর পুরোনো সেই কথা আমার মনে পড়ে যায়। আমার মন কোনও মতেই একথা বিশ্বাস করতে প্রস্তুত হচ্ছিল না যে, বাটালা স্টেশনে কয়েক বছর পূর্বে যে চেহারার মানুষটিকে আমি দেখেছি তিনি এমন কাজ করতে পারেন বা এমটি ভাবতেও পারেন! আমি ভীষন অস্থির হয়ে উঠি আর দীর্ঘ ক্ষণ এই একই অবস্থা আমাকে বিচলিত করে রেখেছিল। বেশ কয়েকবার ফাইল থেকে কোন ত্রুটি বের করার চেষ্টা করি কিন্তু সফল হই নি। এই দুশ্চিন্তাগ্রস্ত অবস্থায় আমি কেস সম্পর্কে পরামর্শ করার জন্য ইংরেজ ডি.এস.পি.-কে ডেকে পাঠাই। আমি ডি.এস.পিকে জিজ্ঞেস করি যে, আব্দুল হামীদ যে অপবাদ আরোপ করেছিল (মসীহ্ মওউদের বিরুদ্ধে নাউযুবিল্লাহ, তিনি নাকি আব্দুল হামীদকে হত্যার উদ্দেশ্যে পাঠিয়েছেন) সে পুলিশের হেফাজতে আছে নাকি চার্চের কাছে আছে? আমার এই প্রশ্নে ডিএসপি চমকে উঠে। কারণ সহসায় সে উপলব্ধি করে যে, পুলিস মস্ত বড় একটি ভুল করেছে। কেননা, পুলিশ আব্দুল হামিদকে নিজেদের হেফাজতে রাখে নি বরং গীর্জা বা চার্চের হাতে রেখেছে। সে তখনই ছুটে যায়, আর বলে যে এখনই আসছি। সে কিছুক্ষণ পর সেই ইংরেজ ডিএসপি ফিরে এসে বলে যে, আমরা বড় ভুল করেছি, আব্দুল হামীদকে গীর্জার তত্ত্বধানেই রেখেছি। এখন আমরা তাকে নিজেদের হেফাজতে নিয়ে এসেছি আর এখন সে স্বীকার করেছে কেস সম্পূর্ণ মিথ্যা। চার্চ কর্তৃপক্ষের কাছে পয়সা নেওয়ার জন্য আমি এই মিথ্যা কেস বানিয়েছি। সুতরাং আদালতে মোকাদ্দমা চলে এবং সমস্ত সাক্ষ্য শোনার পর মির্যা সাহেবকে আমি সসম্মানে অভিযোগ মুক্ত করি। রায় শোনানোর পর আমি মির্যা সাহেবকে বলি যে, আপনি যদি চান বাদীর বিরুদ্ধে ক্ষতিপুরণ দাবি করতে পারেন কিন্তু তিনি বলেন যে, না, আমাদের মামলা আল্লাহ্ তা'লার দরবারে, আমি কোন ক্ষতিপুরণের চাই না। (আল-ফযল, ২৬ শে আগস্ট, ২০১০-এর সংখ্যা থেকে সংকলিত)

তাঁর এই দু'টি ঐতিহাসিক ঘটনা ছিল। একটি দেশ বিভাজনের সময় হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) গুরুত্বপূর্ণ জিনিসপত্র নিয়ে আসার বিষয়ে এবং আর দ্বিতীয়টি কর্নেল ডগলাসে কাহিনী। বাকী ঘটনা তো আপনারা শুনেছেন। কিন্তু প্রথমাংশ হয়তো খুব কম মানুষই শুনেছেন বা পড়েছেন।

আমি যেভাবে বলেছি, তিনি হযরত ডা. মীর মোহাম্মদ ইসমাঈল সাহেবের জ্যেষ্ঠ সন্তান ছিলেন। এই দৃষ্টিকোণ থেকে সাহাবীর বড় পুত্র হিসেবে খিলাফতের নির্বাচন কমিটির মেম্বারও ছিলেন। ৩য়, ৪র্থ এবং ৫ম খিলাফতের নির্বাচনে তিনি অংশ গ্রহণ করেছেন। তিনি এটিই বলেন যে, নির্বাচনের সময় যে আবেগ এবং অনুভূতি বিরাজ করে, যে পরিবেশ বিরাজ করে তা থেকে সাক্ষ্য দিতে পারি যে, খিলাফত খোদা তা'লার পক্ষ থেকেই লাভ হয়। কেননা অনেক সময় মানুষ এক কথা ভাবে কিন্তু আল্লাহ্‌র যাকে খলীফা মনোনীত করে থাকেন তার জন্য হৃদয়ে তিনি নিজেই প্রেরণা সঞ্চার করেন। খুবই পুণ্যবান, দোয়াপরায়ণ এবং নীরব প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। আর রসূলে করীম (সা.)-এর প্রতি যে প্রেম এবং ভালোবাসা ছিল সেই প্রেক্ষাপটে তার মেয়ে লিখেন যে, আল্লাহ্ এবং রসূলে করীম (সা.)-এর প্রতি তার গভীর ভালোবাসা ছিল। আমাকেও এটি বলতেন যে, খোদার মাহাত্মকে প্রতিদিন অনুভব করার চেষ্টা কর, কেবল প্রথাগত ইবাদতের কোন লাভ নেই। তিনি আরো লিখেন যে, রসূলে করীম (সা.)-এর পবিত্র জীবনী অধ্যায়ন করতে গিয়ে তার চোখে অশ্রু গড়িয়ে পড়ত। গভীর ভালোবাসার সাথে মহানবী (সা.)-এর পবিত্র জীবন চরিতের বিভিন্ন দিক তিনি তুলে ধরতেন। জাগতিক কার্যকলাপ ও ব্যস্ততা যেমন- সাঁতার, ভ্রমণ ইত্যাদি কাজের সময় সর্বক্ষণ যিকরে এলাহীকে সামনে

রাখতেন। পিতা হিসেবেও বড় স্নেহশীল পিতা ছিলেন। সব সন্তানের প্রতি যত্নবান ছিলেন, সন্তানদের বোঝাতেন। খিলাফতের সাথে তার সম্পর্ক খুবই দৃঢ় ছিল। আমার সাথে খিলাফতের পর তিনি বিশেষ সম্পর্ক বজায় রেখেছেন আর এ সম্পর্ক দৃঢ় করেছেন, বড় নিষ্ঠা এবং বিশ্বস্ততা প্রকাশ করেছেন। আল্লাহ্ তা'লা তার পদমর্যাদা উন্নীত করুন, মাগফিরাত করুন। তার সন্তান-সন্ততিকেও তার পুণ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকার তৌফিক দিন।

দ্বিতীয় জানাযা শ্রদ্ধেয়া মাহমুদা বেগম সাহেবার। তিনি চৌধুরী মোহাম্মদ সিদ্দিক ভাট্টি সাহেবের স্ত্রী। যিনি আমাদের নাইজারের মুবাল্লেগ আসগর আলী ভাট্টি সাহেবের মাতা। তিনি ১৬ জুলাই ৭৩ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেছেন, ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন। তার বংশে ১৯২৮ সনে আহমদীয়াতের সূত্রপাত হয় যখন তার দাদা চৌধুরী সারওয়ার খান সাহেব আহমদীয়াত গ্রহণ করেন। তার পুত্র লিখেন যে, তার ভিতর স্বল্পে তুষ্ট থাকা এবং আত্মসম্মান বোধের মাঝে জীবন যাপন করার বৈশিষ্ট্য ছিল। আত্মসম্মানবোধ সম্পন্ন মহিলা ছিলেন। প্রতাপ, ধৈর্য এবং দোয়া তার জীবনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল। খিলাফতের প্রতি গভীর ভালোবাসা ছিল, জামাতী কাজে উৎসাহ উদ্দীপনার সাথে অংশ নিতেন। অত্যন্ত সহজ-সরল, দরিদ্রদের লালনকারিনী ছিলেন। নামায ও কুরআনের প্রতি গভীর ভালোবাসা ছিল। রীতিমত তাহাজ্জুদের জন্য উঠতেন এবং বলতেন যে, তাহাজ্জুদ আমি বিয়ের পূর্বেই আরম্ভ করেছিলাম, আমার মনে নেই কখনও আলস্যের কারণে আমি তাহাজ্জুদ পরিত্যাগ করেছি। তার ছেলে লিখেন যে, প্রাতঃ আহার, দৈনন্দিন কাজ ইত্যাদি তাড়াতাড়ি শেষ করে ইশরাকের নামাযের জন্য দাঁড়িয়ে যেতেন। তার স্বামী ২৮ বছর পর্যন্ত জামা'তের প্রেসিডেন্ট ছিলেন। সেই সময় বাড়িতে আগত অতিথিদের বড়ই আপ্যায়ন করেছেন। তার ছেলে লেখেন যে, আর্থিক অবস্থা অসচ্ছল হওয়া সত্ত্বেও গরীবদের সাহায্যও করতেন। কোন দুশ্চিন্তা বা আর্থিক অসঙ্গতি দেখা দিলে নামায আরম্ভ করে দিতেন আর অসচ্ছলতা সত্ত্বেও বাচ্চাদের পড়া লেখা করিয়েছেন। সন্তানদের খাতিরে পড়ালেখার খাতিরে নিজের অলঙ্কারাদি এবং গোয়ালের গরু-ছাগল বিক্রি করে দিয়েছেন। ভাই এবং পিতামাতার মৃত্যু দু:খ-বেদনা সহ্য করেছেন কিন্তু কখনও কোন অভিযোগ করেন নি। অনুরূপভাবে তার দু'জন পৌত্রী ইন্তেকাল করেছে। তিনি মুসিয়া ছিলেন, ওসীয়্যত করেছিলেন। শোক সন্তপ্ত পরিবারে স্বামী ছাড়াও দুই কন্যা এবং ছয় পুত্র স্মৃতি চিহ্ন হিসেবে রেখে গেছেন। তার ছেলে আসগর আলী সাহেব নাইজারে আমাদের মুবাল্লেগ, তিনি কর্মক্ষেত্রের ব্যবস্ততার কারণে জানাযায় যোগ দিতে পারেন নি। আল্লাহ্ তা'লা মরহুমার পদমর্যাদা উন্নীত করুন এবং তার সন্তান-সন্ততির পক্ষে তার সব দোয়া গ্রহণ করুন, তার সন্তান-সন্ততিকে তার পুণ্য ধরে রাখার তৌফিক দান করুন।

****

কুরবানীর শিক্ষা ও তাৎপর্য

আলহাজ্জ মহম্মদ মুতিউর রহমান

আজ থেকে প্রায় সাড়ে ৪ হাজার বছর আগের কথা। আল্লাহ্র এক নবী ছিলেন হযরত ইব্রাহিম (আ.)। অতি বৃদ্ধ বয়সে তাঁর এক ছেলের জন্ম হয়। এই ছেলে আল্লাহ্র মহাদান। তাই খুব আদরের। নাম তার ইসমাইঈল। তিনি যখন তাঁর পিতার সাথে কাজকর্ম করার বয়সে উপনীত হলেন তখন আল্লহ্র আদেশে হযরত ইব্রাহিম (আ.) ইসমাঈল (আ.)-কে জবাই করতে উদ্যত হলেন। একথা আমরা কুরআনের আয়াত থেকে জানতে পারি। আল্লাহ্ তা'লা তাঁকে ডেকে বললেন, হে ইব্রাহিম! তুমি তোমরা স্বপ্ন বাস্তবায়িত করেছ। তিনি ছেলেকে জবাই করলেন না অথচ কিভাবে স্বপ্ন বাস্তবায়িত করলেন এ বিষয়ে আমাদের ভেবে দেখার যথেষ্ট অবকাশ রয়েছে।

প্রথম কথা হল, ধর্মের নামে নরবলি দেওয়ার প্রথ বহু আগে থেকে চলে আসছিল। আল্লাহ্ তা'লা রক্ত-পিপাসু নন যে তাঁর প্রিয় সৃষ্টির রক্তে তিনি তুষ্ট হবেন। হযরত ইব্রাহিম (আ.) স্বপ্নের নিজ ব্যাখ্যা অনুযায়ী সন্তান কুরবানী করতে উদ্যত হয়েছিলেন। আল্লাহ তা'লা নরবলি প্রথাকে চিরতরে রহিত করার জন্য এ জবাই হতে দিলেন না। পরে ইব্রাহিম (আ.) আল্লাহ্র আদেশে পশু জবাই করলেন। নরবলি পশু বলিতে রূপান্তরিত হল। দ্বিতীয়ত হযরত ইব্রাহিম (আ.) তাঁর এক-অদ্বিতীয় (বাইবেলে আছে, হযরত ইব্রাহিম তাঁর এক-অদ্বিতীয় পুত্র ইসহাককে কুরবানী করেছিলেন। হযরত ইসমাঈল প্রথম সন্তান তাই যতদিন ইসহাক জন্মগ্রহণ করেনন নি হযরত ইসমাঈল এক-অদ্বিতীয় সন্তান ছিলেন এবং ইসমাঈলকেই কুরবানী করা হয়েছিল এখানে বাইবেল ভুল শিক্ষা দিচ্ছে) পুত্র ইসমাঈলকে শিশু বয়সেই আল্লাহ্ তা'লার আদেশে মক্কার নিবিড় অরণ্যে তাঁর মাতা হযরত হাজেরা সহ পরিত্যাগ করে এসেছিলেন। এর ফলশ্রুতিতে পরবর্তীকালে সেখানে আল্লাহ্র পবিত্র ও প্রাচীন কা'বার ঘরের সংস্কার হল এবং মক্কা নগরী প্রতিষ্ঠিত হল। আর সেখানে হযরত ইসমাঈল (আ.)-এর বংশে আবির্ভুত হলেন বিশ্ব -নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)। এই মহান পরিকল্পনাকে দৃষ্টিপটে রেখে মহান আল্লাহ্ তা'লা হযরত ইব্রাহিম (আ.)-এর এ মহান কুরবানীকে দুনিয়ার সামনে প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে আল্লাহ্ তা'ল স্বপ্নে এই আদেশ দিলেন আর অমনি হযরত ইব্রাহিম (আ.) 'আসলামতু লি রাব্বিল আলামীনদ বলে প্রস্তুত হয়ে গেলেন। মহান কুরবানীর এক উজ্জ্বল স্বাক্ষর সৃষ্টি হল দুনিয়াতে। পিতামাতা কর্তৃক অতি আদরের দুলাল দুলালীকে খোদার পথে উৎসর্গ করে দেওয়ার প্রথা চালূ হল। এরই অনুকরণে আজ আমরা দেখি আহমদী জামাতে ওয়াকফে জিন্দেগী ও ওয়াকফে নও স্কীমের অধীনে সন্তানদের কুরবানী করতে। এ কুরবানী মরার উদ্দেশ্যে নয় বরং একটি জাতি গোষ্ঠীকে জীবিত করার উদ্দেশ্যে।

হযরত ইব্রাহিম (আ.)-এর এ কুরবানীর আত্মা এবং শক্তি নিজেদের মাঝে সৃষ্টি করার লক্ষ্যে নবী করীম (সা.) তাঁর উম্মতকে পশু কুরবানীর আদেশ দিলেন। তাই বিশ্বের প্রতিটি সামর্থ্যবান মুসলমান প্রত্যেক বছর ১০ই যিলহাজ্জ তারিখে কুরবানী করে থাকে। হযরত ইসমাঈল (আ.) যেভাবে পিতা ছুরির নীচে মাথা পেতে দিয়েছিলেন, কুরবানীর পশু যেভাবেব ছুরির নীচে মাথা পেতে দেয় তেমনই প্রত্যেক মুসলমানের এ প্রতিজ্ঞা হওয়া আবশ্যক যেন ধর্মের খাতিরে ইসলামের পথে তারা নিজেদের এ ভাবে কুরবানী করে দিতে পারে। আবর কুরবানীর পশুর মত নিজেদের পশুত্বকে বলি দেওয়ার শিক্ষাও আমরা কুরবানী থেকে পেয়ে থাকি। কেবল গোশত খাওয়াই এ কুরবানীর উদ্দেশ্য নয়। আর এতে আল্লাহ্র কোন উপকার নেই। আল্লাহ্ স্বয়ং বলেছেন।

ওগুলোর মাংস বা ওদের রক্ত কখনো আল্লাহ্র কাছে পৌঁছে না, বরং তাঁর কাছে পৌঁছে তোমাদের পক্ষ থেকে তাকওয়া। (আল-হাজ্জ: ৩৮)

সুতরাং ইব্রাহিম (আ.)-এর সুন্নত অনুযায়ী নবী করীম (সা.) -এর নির্দেশে কুরবানী পালনে মাধ্যমে প্রতি বছর মুসলিম নিজের মাঝে তাকওয়াকে আর একবার ঝালিয়ে নেন যেন প্রয়োজনের দিনে আল্লাহ্র পথে কুরবানরি পশুর ন্যায় নিজেকে সমর্পন করতে পারেন।

প্রসঙ্গত কুরবানীর শিক্ষা ও তাৎপর্য না বোঝার কারণে কেউ কেউ কটুক্তি করে থাকেন। তাদের দৃষ্টিতে কুরবানী একদিকে যেমন অপচয় অর্থাৎ একদিনেন সারা বিশ্বে লক্ষ লক্ষ পশু জাবাই করে প্রচুর পরিমাণে প্রোটিনে ঘাটতি সৃষ্টি করা হচ্ছে অন্যদিকে একটা অবোধ পশুকে আল্লাহ্র নামে নৃশংসভাবে হত্যা (!) করার ফলে আর একজনের পুণ্যের হাঁড়ি ভর্তি হচ্ছে।

আপাত দৃষ্টিতে উপরোক্ত উক্তি সঠিক বলে মনে হলেও গভীর দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করলে এটা বোকার উক্তি বলে প্রতীয়মাণ হবে। আমাদের মনে রাখা দরকার, আল্লাহ্ তা'লা যেসব বস্তু হালাল (বৈধ) করেছেন এর মাঝে যথেষ্ট পরিমাণে বরকত ও প্রবৃদ্ধি রেখে দিয়েছেন। আমরা লক্ষ্য করলে দেখতে পাই গরু ছাগল প্রভৃতির বাচ্চা উৎপাদনের হার কুকুর শূকর ইত্যাদির চেয়ে কম-বারেও আবার সংখ্যায়ও। কুরবানী এবং মাংস নিষেধ দিবস ছাড়াও প্রতিদিন বিশ্বে লক্ষ লক্ষ গরু ছাগল ইত্যাদি জবাই হচ্ছে। তবুও আমরা দেখতে পাই যে, পশু পালকের পালন নিঃশেষ হয় না। অথচ বহুগুণে কুকুর শূকরের জন্ম হলেও (মুসলমানদের জন্য এগুলি যদিও নিষিদ্ধ) এদের সংখ্যা তুলনামূলক কমই দেখা যায়। রাস্তাঘাট তো কুকুর শূকর প্রভৃতি ভর্তি থাকার কথা। যেভাবে গুরু ছাগল প্রভৃতি খাওয়া হয় আল্লাহ্ যদি এগুলিতে বরকত না দিতেন তাহলে এ প্রজাতিগুলি বহু আগেই পৃথিবীকে বিদায় নিত কেননা এদের খাদ্য সংকট দেখা দিত।

প্রকৃতির দিকে দৃষ্টি দিলে আমরা দেখতে পাই 'বড়'র বাঁচার জন্যে 'ছোট' সব সময় প্রাণ দিচ্ছে। ছোট মাছ বড় মাছের জন্যে প্রাণ দিচ্ছে। বাঘ, সিংহ প্রভৃতির পশু ছোট নিরীহ প্রাণী খেয়ে বেঁচে আছে। যারা অতি দরদ দেখিয়ে গরু ছাগল জবাই করার ব্যাপারে কটূক্তি করেন তাদের যদি জিজ্ঞেস করা হয়, জীব হত্যা করতে পারবেন না, একথা পালন করলে তাঁরা কি বাঁচবেন? বিজ্ঞান প্রমাণ করেছে, গাছ, লতা-পাতা এদের সবার প্রাণ আছে। এদের ওপর আমরা সবাই নির্ভরশীল। তাদের সাথে অসংখ্য জীবাণু আত্মবলি দিচ্ছে। একি তাদের জানা আছে? প্রকৃত কথা এই ক্ষুদ্রর আত্মত্যাগের মাধ্যমেই বৃহত'-এর জীবন আর এর মাঝেই ক্ষুদ্রের জীবনের সার্থকতা রেখেছেন আল্লাহ্ তা'লা।

মানুষ সৃষ্টির সেরা। তার সেবায় জীব-জন্তু বৃক্ষ তরুলতা থেকে আরম্ভ করে সব কিছু নিয়োজিত এদের কুরবানীতে মানব জীবন বাঁচে এবং এদের জীবন সার্থক হয়। এ উদ্দেশ্যেই আল্লাহ্ তা'লা এদের সৃষ্টি করেছেন। তবে এদের প্রতি আমাদের যে কর্তব্য রয়েছে আমরা তা যেন ভুলে না যাই। অতএব প্রকৃতির মাঝে কুরবানী ও ত্যাগের মহিমাই যে প্রতিনিয়ত কাজ করে যাচ্ছে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। এভাবেই আল্লাহ্ তা'রা প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষার ব্যবস্থা করেছেন।

কুরআন হাদীস এবং বুযুর্গানে দীনে ভাষ্য থেকে যতটুকু জানা যায় কুরবানীর পেছনে যে উদ্দেশ্যটি কাজ করা আবশ্যক তা হল তাকওয়া বা খোদার সন্তুষ্টি। হযরত ইব্রাহিম (আ.) তাঁর একমাত্র পুত্র হযরত ইসমাঈল (আ.)-কে খোদার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে জবাই করতে উদ্যত হয়েছিলেন। যে কুরবানীর পেছনে এ উদ্দেশ্য ও আত্মা কাজ করে না সে কুরাবানী, কুরবানীর আওতায় পড়ে না।

কুরআন-সুন্নাহবিরোধী নতুন সংযোজন নয়

মাহমুদ আহমদ

মহান আল্লাহ্ তা'লা আমাদের কাছে এটাই প্রত্যাশা রাখেন যে, আমরা যেন সব ধরণের সামাজিক কদাচার আর কুপ্রবৃত্তি পরিত্যাগ করে কেবল আল্লাহ্ ও রসুলের আদেশগুলোর ওপর আমল করি। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ তা'লা বলেন, 'তারা তোমার এ আহ্বানে সাড়া না দিলে জেনে রাখ, তারা কেবল নিজেদের কামনা-বাসনারই অনুসরণ করছে। তার চেয়ে অধিক বিপথগামী আর কে হতে পারে যে, আল্লাহ্র হেদায়াত ছেড়ে দিয়ে নিজ কামনা-বাসনার অনুসরণ করে? আল্লাহ্ কখনও জালেম লোকদের হেদায়েত দেন না। ' (আল-কাসাস: ৫০) এই আয়াত স্পষ্টভাবে আমাদের সতর্ক করছে, আমরা যেন নিজ কামনা-বাসনার অনুসরণ না করি। এছাড়া যারা আল্লাহ্ রসূলের অনুসরণ না করে অন্য কিছুর অনুসরণ করবে, তারা আল্লাহ্র হেদায়েত থেকে বঞ্চিত থাকবে। আর এমনটি যদি কেউ করে, তাহলে সে অত্যাচারীদের অন্তর্ভুক্ত হবে।

তাই এই বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমরা চাইলেই পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহ্র বাইরে কোন কিছু গ্রহণ করতে বা সে অুনযায়ী জীবন পরিচালনা করতে পারি না। যদিও বিভিন্ন মত ও পথের মানুষ রয়েছে আর এটা থাকবে। আামাদের কাজ হল প্রকৃত ইসলামে শিক্ষা অন্যদের সামনে তুলে ধরা। যারা ইসলাম বিরোধী কাজে লিপ্ত, তাদেরকে আমরা ইসলামের শান্তিপূর্ণ শিক্ষার মাধ্যমে শান্তির এই পতাকা তুলে আনার চেষ্টা করতে পারি; কিন্তু কোনওভাবেই তাদের উপর অন্যায় আচরণ বা বাড়াবাড়ি করা যাবে না। আল্লাহ্ তা'লা সবাইকে স্বাধীন করে সৃষ্টি করেছেন, ধর্ম নিয়ে জোর-জবরদস্তির কোন শিক্ষা আল্লাহ্ ও তাঁর প্রিয় রসূল (সা.) কাউকে দেন নি। আল্লাহ্ তা'লা মানুষকে স্বাধীনভাবে সৃষ্টি করে ভাল-মন্দ দুটি পথ দেখিয়েছেন। যে ভালো পথের অনুসরণ করতে সে আল্লাহ্র পুরস্কার লাভ করবে আর যে মন্দ পথ অবলম্বন করবে, সেও তার মন্দের প্রতিফল পাবে। আমরা যদি সব ধরণের মন্দ থেকে নিজেকে দূরে রাখি, তাহলে আমাদের আবাসস্থল হবে জান্নাত। যেভাবে পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন, ' যে তার প্রভু-প্রতিপালকের মর্যাদাকে ভয় করে এবং নিজেকে কুপ্রবৃত্তি থেকে বিরত রাখে, নিশ্চয় জান্নাতই হবে তার আবাসস্থল'। (আন নাযেআত: ৪০-৪১)

আল্লাহ্ ও রসূলের শিক্ষা বিরোধী কোন কিছু করলে বা ধর্মে সংযোজন করলে তা বিদাত বা কুসংস্কার বলে গণ্য হবে। ধর্মে নতুন কোন কিছু সংযোজন করা ইসলাম বিরোধী কাজ। যারা এ ধরণের কিছু করেন তারা প্রকৃত ইসলামের অনুসারী হতে পারে না। এ বিষয়ে হাদীসে এসেছে- হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) বলেছেন, যে ব্যক্তি ধর্মীয় বিষয়ে এমন কোন নব্য রীতির সূচনা করে ধর্মের সঙ্গে যার কোনই সম্পর্ক নেই, তবে সেই রীতিনীতি বা আচার-অনুষ্ঠান পরিত্যায্য। (বুখারী, কিতাবুস সুলাহ)

হযরত যাবের (রা.) বর্ণনা করেন রসুলুল্লাহ্ (সা.) আমাদের উপদেশ দিচ্ছিলেন, তার (সা.) চোখ ছিল রক্তিম, কণ্ঠস্বর ছিল উঁচু, আর তাঁর উত্তেজনাও বেড়ে গিয়েছিল। এমন মনে হচ্ছিল যে, কোন সেনাবাহিনী আমাদের উপর আক্রমণে উদ্যত। এমন ভয়ই তিনি আমাদের দেখাচ্ছিলেন। তিনি (সা.) বলেন, ওই সেনাদল সকাল-সন্ধ্যায় যে কোন মুহূর্তে আক্রমণে উদ্যত। তিনি (সা.) আও বলেন, আমার আগমণ আর ওই মুহূর্তকে এমন সন্নিকটবর্তী করা হয়েছে, এটা বলতেই সঙ্গে সঙ্গে তিনি শাহাদত অঙ্গুলি আর এর সঙ্গের আঙুলটি একত্রে মিলিয়ে দেখালেন, যেভাবে এই দুটি আঙুল একত্রে মিলে মিশে আছে। আবার তিনি একথাও বলেন, এবারে আমি তোমাদের বলছি যে, সর্বোত্তম ধর্মীয় উপদেশ বাণী আল্লাহ্র কিতাব আর সর্বোত্তম পথ হল মুহাম্মদ (সা.)-এর পথ। নিকৃষ্টতম কজ হলে ধর্মে নব্য রীতিনীতির প্রচলন করা আর সেসব নব্যতা ভ্রান্ত পথে নিয়ে যায়। ' (সহী মুসলিম)

হযরত আমর বিন আওউফ (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) বলেছেন, যে ব্যক্তি আমার সুন্নতের কোন একটি সুন্নত এমনভাবে জীবিত রাখে যে, লোকেরা তা অনুশীলন করতে থাকে; এক্ষেত্রে আমলকারী প্রত্যেক ব্যক্তির পুণ্যের সমপরিমাণ সুন্নতকে জীবিতকারী সেই ব্যক্তির পুণ্যে যোগ হতে থাকবে, আর এর ফলে আমলকারী ব্যক্তিদের কোন একজনেরও পুণ্যের পরিমাণে কোন কমতি হবে না। অন্যদিকে যে ব্যক্তি কোন নতুনত্বের সংযোজন ঘটায় আর লোকেরা তা করতে থাকে, তা হলে এর উপর আমলকারী সবার পাপের ভার তারই উপর বর্তাবে। আর এতে সেই ব্যক্তিদের নিজেদের পাপের দায়ভারে কোন কমতি হবে না। (সুনান ইবনে মাজা)

ওই হাদিসগুলি থেকে স্পষ্ট বোঝা যায়, ধর্মে নতুন কোন নিয়ম-কানুন প্রচলন করার কোন শিক্ষা ইসলামে নেই। তথাপি আজ আমরা দেখতে পাই, নিজেকে মুসলমান দাবি করা সত্বেও নানা ভ্রান্ত রীতিনীতির অনুসরণ করা হচ্ছে। শুধু তা-ই নয় বরং বিভিন্ন সামাজিক কুসংস্কারমূলক অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে তাদের উৎসাহ বৃদ্ধিও করা হচ্ছে। বিভিন্ন ধরণে আচার-অনুষ্ঠান আমাদের মূলত ধর্ম থেকেই দূরে সরিয়ে নিয়ে যায়। একজন মুসলমান হিসেবে নিজেকে সব ধরণের বিভ্রান্তিকর রীতিনীতির অনুসরণ করার পরিবর্তে ইসলামের সুন্দর শিক্ষা অনুশীলন করে দেখানো উচিত। প্রথমে নিজে, তারপর নিজ পরিবারকে এসব কুসংস্কারমূলক নানা অনুষ্ঠান থেকে রক্ষা করতে হবে। আল্লাহ্ তা'লা আমাদের সবাইকে সব ধরণের সামাজিক ও ধর্মীয় কুসংস্কার থেকে বেঁচে চলার তৌফিক দান করুন।

****

সাতের পাতার পর.....

আমরা অনেক সময় দেখি নাম ফলানোর জন্য বা লোক দেখানো ভাব নিয়ে প্রতিযোগিতামূলক ভাবে কুরবানী করা হয়। উদ্দেশ্য থাকে গুরুর একটি 'রান' অমুক বেয়াইর বাড়ীতে, অমুকটা অমুক সাহেবকে দিতে হবে ইত্যাদি। আমরা অনেক সময় দেখেছি সেই 'রান'টা খুব সাজিয়ে ঢোল বাদ্য সহকারে যথাস্থানে পাঠানো হয়। এটা ঢাকার পয়সাওয়ালা লোকদের মধ্যেই বেশি দেখা যায়। আল্লাহ্র কাছে এটি কতটা গ্রহণীয় তা তিনিই ভাল জানেন।

সামর্থ্য ও বিত্তবানরাই কুরবানী দিয়ে থাকেন। লক্ষ্য থাকে যেন ফ্রিজে ভরে রাখতে পারেন এবং অনেক দিন ধরে কুরবানীর মাংস খেতে পারেন। এমনও বলতে শোনা গেছে, এতে নাকি সওয়াব বেশি। গরীবদের ২/১ টুকরো দিয়ে ফ্রিজে ভরে রাখার প্রবণতা গৃহিণীদেরই একটু বেশি। কিন্তু এটা উচিত নয়। যে গরীব জন গোষ্ঠী সারা বছর তেমন মাংস খেতে পারে না সেই দরিদ্র গোষ্ঠী কুরবানী সময় একটু বেশি করে মাংস খেয়ে সারা বছরের প্রোটিনের অভাব কিছুটা হলেও পুষিয়ে নিতে পারবে কুরবানীর এটা একটি বড় উদ্দেশ্য। সামর্থবানগণ তো প্রত্যেক দিনই মাংস খেয়ে থাকেন। কুরবানী মাংসের মূল্য সাধারণ সময়ের মূল্যের চেয়ে বেশ একটি বেশিই হয়ে থাকে। সুতরাং বেশি দামের মাংস দিয়ে ফ্রিজ ভরতি না করে আগে দম কম দামের মাংস দিয়ে ফ্রিজ ভর্তি করা বুদ্ধিমানের কাজ নয় কি? আর গরীবদের একটু মাংস বেশি দিয়ে পুণ্যের খাতায় পুণ্য বেশি লেখানো কি বোকামীর কাজ হবে?

মাংস বন্টনের ব্যাপারে জামাতে আহমদীয়াতে সুষ্ঠ ব্যবস্থা রয়েছে। কেননা, এখানে রয়েছে খিলাফতের নেযাম। যারা কুরবানী করেন তারা এক তৃতীয়াংশ মাংস জামাতের ব্যবস্থাপনার কাছে জমা করে দেন। যারা কুরবানী দিতে পারেন না জামাত আগেই তাদের তালিকা তৈরী করে রাখে আর যথারীতি মাংস বন্টন করে সম্ভব হলে বাড়ি বাড়ি পৌঁছে দেওয়া হয়। কোন আহমদীকে মাংস সংগ্রহ করতে বাড়ি বাড়ি যেতে হয় না। কি সুন্দর ঐশী ব্যবস্থা! খিলাফত আছে বিধায় এ সুন্দর ব্যবস্থা। আল্লাহ্ ত'লা একে চিরস্থায়ী করুন!

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন:

"আসলে এ দিনে গভীর রহস্য এটা ছিল যে হযরত ইব্রাহিম (আ.) যে কুরবানীর বীজ বপন করে গিয়েছিলেন এবং গোপন ভাবে বপন করেছিলেন আঁ হযরত (সা.) এর বায়ু হিল্লোলিত সবুজ শ্যামল ক্ষেত দেখিয়েছেন। হযরত ইব্রাহিম (আ.) নিজ পুত্রকে খোদা তা'লার আদেশে জবাই করতে অস্বীকৃতি জানান নি। এতে গুপ্তভাবে এই ইঙ্গিত ছিল, মানুষ যেন দেহমনে খোদার হয়ে যায়। আর খোদার আদেশের সামনে সে তার প্রাণ, নিজ সন্তান-সন্ততি ও তার নিকট আত্মীয় স্বজনের রক্তও তুচ্ছ মনে করে। রসূলে করীম (সা.) -এর যুগে তিনি এমন এক পরিপূর্ণ পথ-নির্দেশনার দৃষ্টান্ত ছিলেন যে অনেক বেশি কুরবানী দেওয়া হয়েছে, রক্তে জঙ্গল প্লাবিত হয়ে গেছে যেন রক্তের নদী প্রবাহিত হয়েছে। পিতা নিজ পুত্রকে, পুত্র নিজ পিতাকে হত্যা করেছে। এতে তারা আনন্দ পেতেন যে ইসলাম ও খোদার পথে টুকরো টুকরো হয়ে কিমা করা হলেও তাদের আনন্দ হত। কিন্তু আজ চিন্তা করে দেখ, হাসি-খুশি আর ক্রীড়া-কৌতুক ছাড়া আধ্যাত্মিকতা কোন অংশ বাকি আছে কি? এ ঈদুল আযহিয়া পূর্বের ঈদের চেয়ে শ্রেয়। সাধারণ লোকও একে বড় ঈদ বলে থাকে। কিন্তু চিন্তা করে বল, ঈদের কারণে কতজন আছে যারা নিজেদের আত্মশুদ্ধি ও নির্মল চিত্ততার প্রতি সবিশেষ দৃষ্টি দিয়ে থাকে এবং আধ্যাত্মিকতা থেকে অংশ গ্রহণ করে থাকে? রমযানের ঈদ প্রকৃতপক্ষে একটি সাধনার ফলশ্রুতি ও ব্যক্তিগত সাধনা। আর এর নাম বজলুর রূহ অর্থাৎ আত্মাকে বিক্রি করা। আর এ ঈদ যাকে বড় ঈদ বলা হয় এর মাঝে এক মহা সাফল্য নিহিত আছে। কিন্তু দুঃখের সাথে বলতে হয়, এর প্রতি দৃষ্টি করা হয়নি।"

(মালফুযাত, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৩১-৩২)

২০১৭ সালের এপ্রিল মাসে সৈয়্যদানা হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.)-এর জার্মান সফর

খলীফার ভাষণ হৃদয়স্পর্শী ও কার্যকরী ছিল। বিশেষ করে ভালবাসা ও শান্তির বার্তাটি, আমাদের প্রত্যেকে যদি নিজেদের প্রতিবেশীদের অধিকারের প্রতি যত্নবান হয় যেরূপ খলীফা বলেছেন, তবে এই পৃথিবীর অনেক সুন্দর হয়ে উঠবে।* তারা ধারণা করতে পারেন নি যে, খলীফাতুল মসীহ এত সুন্দরভাবে ইসলামের শিক্ষা উপস্থাপন করবেন। বিশেষ করে সেই শিক্ষা যা দেশের আইনের প্রতি আনুগত্য সম্পর্কে বলা হয়েছে। এই শিক্ষা পারস্পরিক বোঝাপড়ার জন্য অত্যন্ত জরুরী এবং এটি অনেকগুলি সমস্যার সমাধান সূত্র উপস্থাপন করে।

*হুযুর আনোয়ার-এর পবিত্রকরণ শক্তি তাঁর তাঁবুতে প্রবেশ করার সময় থেকে শুরু করে বাইরে যাওয়া পর্যন্ত অনুভব করা যাচ্ছিল। * একজন ধর্মীয় নেতার যেমনটি হওয়া কাম্য, আপনাদের খলীফার সত্তায় সে সমস্ত বৈশিষ্ট্যই লক্ষ্য করা যায়। খলীফা অত্যন্ত কার্যকরী উপায়ে পৃথিবীর পরিস্থিতি সম্পর্কে আমাদেরকে অবগত করেছেন এবং বিশেষ করে ইসলামের শান্তিপূর্ণ শিক্ষাকে স্পষ্টরূপে তুলে ধরেছেন।

আমি এখন আরও তথ্য সংগ্রহ করব এবং হয়তো কোন দিন নিজেও বয়াত গ্রহণ করে এই জামাতের অন্তর্ভুক্ত হব। এখানে আসার পূর্বে আমি শুনেছিলাম যে, আহমদীদের কুরআন ভিন্ন, কিন্তু আজকে আমার কাছে একথা ভুল প্রমাণিত হয়েছে। *আমার ভাল লেগেছে যে, এখানে কেবল নৈতিকতার মৌখিক শিক্ষাই দেওয়া হয় না, বরং তা বাস্তবায়িত করা হয়।

হুযুর আানোয়ার (আই.)-এর ভাষণ এবং অতিথিদের প্রতিক্রিয়া

রিপোট: আব্দুল মাজেদ তাহের, এডিশিনাল ওকীলুত তাবশীর, লন্ডন

অনুবাদক: মির্যা সফিউল আলাম

(অবশিষ্ট রিপোর্ট)

১৮ই এপ্রিল, ২০১৮

মসজিদের গোড়াপত্তন

এরপর হুযুর আনোয়ার মার্কিতে আসেন যেখানে মসজিদের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপনের অনুষ্ঠানের সূচনা হয় কুরআন মজীদের তিলাওয়াতের মাধ্যমে।

আমীর সাহেবের ভাষণ

এরপর জার্মানীর আমীর মাননীয় আব্দুল্লাহ ওয়াগাস হাউযার সাহেব পরিচিতিমূলক বক্তব্য রাখেন। তিনি সমস্ত অতিথিদেরকে অভ্যর্থনা জানিয়ে বলেন, আজকের দিনটি আহমদীদের জন্য বড়ই আনন্দের। তিনি বলেন, হযরত ইব্রাহিম (আ.) কাবা গৃহের পুনর্নির্মাণ করেছিলেন। তিনি তখনও সেই দোয়াই পাঠ করেছিলেন যেটি কুরআন মজীদে উল্লেখিত আছে এবং এখানে তিলাওয়াত করা হয়েছে। আমিও অনুরূপ দোয়া করি যেন এই মসজিদ শান্তির নীড়ে পরিণত হয়। আমীর সাহেব রাউনহেম শহরের পরিচিতি তুলে ধরে বলেন, এই শহরের অবস্থান অত্যন্ত গুরুতপূর্ণ। কিছুটা দূরেই বিমান বন্দর এবং ফ্রাঙ্কফোর্ট শহর অবস্থিত। মসজিদের অনতিদূরেই একটি দৃষ্টি নন্দন সেতু তৈরী হয়েছে। শহরের মোট জন সংখ্যা ষোল হাজার এবং এখানে ১০৫ টি দেশের মানুষ বসবাস করেন। ইতিহাস থেকে জানা যায় যে, সাত হাজার বছর পূর্বে এই শহর অস্তিত্ব লাভ করেছিল। জামাত আহমদীয়ার ইতিহাস প্রসঙ্গে আমীর সাহেব বলেন, ১৯৮৭ সালে এখানে আহমদীরা এসে বসবাস করতে শুরু করেন এবং জামাতের সদস্য সংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পেতে থাকে। এখন এখানে দুটি পৃথক জামাত রয়েছে। মসজিদ নির্মাণের জন্য গত বছর ২৭০০ বর্গমিটার এই জমিটি কেনা হয়েছিল। এখানে নির্মেয় মসজিদটিতে দুটি বড় মাপের হলঘর এবং একটি শয়নকক্ষ থাকবে। এছাড়াও থাকবে জামাতের অফিসঘর, একটি রান্না ঘর এবং মাল্টিফাংশান হলঘর। এখানকার জামাত এবং অঙ্গসংগঠনগুলি উন্নয়নমূলক কাজে অগ্রনী। বছরের শুরুতে সাফাই অভিযান হয়ে থাকে। রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। এছাড়াও বৃক্ষরোপন, চ্যারিটি ওয়াক ইত্যাদি গঠনমূলক কাজ হয়ে থাকে। আমীর সাহেব সবশেষে শহর প্রবন্ধক এবং মেয়র সাহেবকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

রাউনহায়েম শহরের মেয়রের ভাষণ

আমীর সাহেবের ভাষণের পর শহরের মেয়র মিস্টার থমাস জুহে নিজের ভাষণে বলেন: মহামহিমান্বিত খলীফাতুল মসীহ! আমি সর্ব প্রথম খলীফাতুল মসীহ এবং উপস্থিত সমস্ত অতিথিদেরকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করি এবং আজকের এই দিনটির জন্য সকলকে সাধুবাদ জানাই। এটি জামাত আহমদীয়ার জন্য অত্যন্ত আনন্দের মূহুর্ত আর ঠিক ততটাই রাউনহায়েম শহরের জন্যও আনন্দের কারণ। ১৯৮৭ সালে জামাতের সদস্যরা প্রথম এখানে এসে বসবাস করতে শুরু করেন। আপনাদের জামাত প্রথম থেকেই সক্রিয় এবং শহরের জন্য কল্যাণকর। প্রথম থেকেই আপনাদের এখানকার ব্যবস্থাপনার সঙ্গে যোগাযোগ ও পরিচয় রয়েছে। আহমদীরা এখানে সব সময় শান্তি ও ভ্রাতৃত্ববোধের শিক্ষার প্রসার করে এসেছেন। আপনারা বাস্তবিকই মসজিদ নির্মাণ করার অধিকার রাখেন। শহরে বিভিন্ন জাতি ও ধর্মের মানুষের বাস হয়ে থাকে যারা নিজের নিজের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি নিয়ে পরস্পর মিলেমিশে শান্তিপূর্ণ ভাবে সহাবস্থান করে। এক্ষেত্রে জামাতের বিরাট অবদান রয়েছে, কেননা আপনারা এখানে শান্তির বাণী শুনিয়ে থাকেন এবং সমাজের উন্নতির জন্য কাজ করেন। পরিশেষে মেয়র সাহেব বলেন যে, আমি কামনা করি আপনাদের মসজিদ নির্মাণের এই প্রকল্প সফলতাপূর্বক সম্পন্ন হোক।

প্রাদেশিক সাংসদের ভাষণ

শ্রীমতি সাবিনে স্কল নিজের ভাষণে বলেন: মহামহিমান্বিত খলীফাতুল মসীহ! আমি সর্বপ্রথম সিডিইউ দলের পক্ষ থেকে মসজিদের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপনের জন্য সাধুবাদ জানাই এবং সমস্ত অতিথিদেরকে সালাম নিবেদন করি। জামাতে আহমদীয়ার অনবদ্য কাজ এখন একটি প্রথা হয়ে দাঁড়িয়েছে। যেমন- ১লা জানুয়ারীর সাফাই অভিযান। আপনারা বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ করে থাকেন যেখানে আমার সঙ্গে কথাবার্তা হয়। তিনি বলেন, আজকে হুযুরকে অভ্যর্থনা জানানোর সুযোগ লাভ করা, তাঁর সঙ্গে পরিচিত হওয়া এবং তাঁর সঙ্গে এই দিনটি উদ্‌যাপন করা আমার কাছে বিশেষ সম্মানের। আজকের দিনটি রাউনহায়েম শহর এবং বিশেষ করে জামাতের সদস্যদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ এবং ভীষণ আনন্দের, কেননা এখানে এমন একটি ভবনের নির্মাণ হচ্ছে যা খোদার তা'লার জন্য উৎসর্গিত। তিনি বলেন, 'হেসেন' প্রদেশে যেমন ধর্মীয় স্বাধীনতা রয়েছে সে কারণে তিনি ভীষণ গর্ব বোধ করেন। যেমন- জামাত আহমদীয়া এমন সুযোগ লাভ করেছে যে, তারা স্কুলে ইসলাম সম্পর্কে পাঠ দান করছেন এবং জামাত এখানে এক বিশেষ মর্যাদা রাখে। তিনি বলেন, আহমদীরা এদেশের আদর্শ নাগরিক হয়ে উঠেছেন এবং তারা বিগত ত্রিশ বছর থেকে আমাদের সঙ্গে মিলেমিশে কাজ করছেন এবং শহরের উন্নতির জন্য বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ করছেন। আমি মসজিদ নির্মাণের জন্য আপনাদেরকে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করি এবং কামনা করি যে, এই মসজিদ থেকেও যেন আপনারা সতত শান্তির উদ্দেশ্যে কাজ করে যেতে থাকেন।

হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর ভাষণ

(এরপর সন্ধ্যা ৬টা ২৭ মিনিটে হুযুর আনোয়ার (আই.) ভাষণ প্রদান করেন।)

তাশাহুদ, তাঊয এবং তাসমিয়া পাঠের পর হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: সম্মানীয় অতিথিবর্গ! আসসালামো আলাইকুম ওয়া রহমতুল্লাহি ওয়া বরকাতুহু। আল্লাহ্ তা'লা আপনাদের সকলকে শান্তি ও নিরাপত্তা প্রদান করুন। বিশেষ আজকের বিশ্বের পরিস্থিতিতে কেবল ধর্মীয় সংগঠনসমূহ বা যেভাবে বলা হচ্ছে কেবল মুষ্টিমেয় উগ্রবাদী মুসলিম সংগঠনের পক্ষ থেকে শঙ্কা ও বিপদ নেই। বরং পৃথিবীতে যে সব উন্নয়ন ঘটছে বিভিন্ন দেশের মধ্যে পারস্পরিক শত্রুতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই কারণে ইউরোপ, কোরিয়া, সুদূর প্রাচ্য এবং আমেরিকায় যুদ্ধ বেধে যাওয়ার বড় আশঙ্কা তৈরী হচ্ছে। এজন্য আমাদের সকলকে শান্তির জন্য চেষ্টা করা উচিত এবং এর জন্য দোয়াও করা উচিত। এই কারণেই আমি আপনাদের সকলকে সবার প্রথম শান্তি ও নিরাপত্তার বাণী শুনিয়েছি যাতে প্রত্যেক সেই ব্যক্তি যে মানবতাকে ভালবাসে সে যেন বিষয়টি অনুধাবন করে এবং শান্তি ও নিরাপত্তা প্রসারের জন্য চেষ্টা করে।

রাজনীতিকবর্গ নিজেদের প্রশাসনকে একথা বোঝানোর চেষ্টা করুন যে, যুদ্ধের পরিবর্তে শান্তি ও ভালবাসার প্রসারের জন্য আমাদেরকে বেশি চেষ্টা করতে হবে। শান্তি ও সৌহার্দ্য বিস্তারের জন্য আমাদেরকে বেশি চেষ্টা করতে হবে।

ইসলামের অর্থই হল শান্তি ও নিরাপত্তা। দুর্ভাগ্যবশতঃ মুষ্টিমেয় উগ্রবাদী সংগঠন ইসলামের সুনাম হানি করেছে এবং মুসলিম দেশগুলিতেও এর কারণে খুনোখুনি হচ্ছে। সরকার

এবং জনসাধারণের মধ্যেও এবং উগ্রবাদী সংগঠনগুলির মধ্যেও পরস্পর যুদ্ধ হচ্ছে। অনুরূপভাবে কয়েকটি উগ্রবাদী সংগঠন কিছু পাশ্চাত্যের দেশেও এমন অপকর্ম করে বেড়াচ্ছে। জার্মানী, ফ্রান্স এবং বেলজিয়ামেও এমন ঘটনা ঘটেছে যার কারণে অ-মুসলিম বিশ্বে ইসলাম সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি হয়েছে আর এই কারণেই যারা ইসলামের সঠিক শিক্ষা সম্পর্কে অবগত নয়, হয়তো আপনাদের মধ্যেও এমন অনেকে বসে আছেন, তারা এমনটিই মনে করেন যে, ইসলাম একটি উগ্রবাদের ধর্ম এবং এই কারণে মসজিদ নির্মাণের ফলে আপনাদের মনে শঙ্কা তৈরী হয়। কিন্তু আমি একারণে আনন্দিত যে, বক্তাগণ একথার উল্লেখ করেছেন যে, এখানকার সমাজে জামাতে আহমদীয়ার সদস্যদের সুপ্রভাব রয়েছে এবং আহমদী মুসলমানরা শান্তি, ভালবাসা এবং ভ্রাতৃত্ববোধের প্রসার, এবং এই সমাজে সমন্বিত হওয়ার জন্য নিজেদের ভূমিকা রাখে। আর এটিই প্রকৃত ইসলাম এবং মসজিদ নির্মিত হওয়ার পর এর নমুনা আরও উৎকৃষ্টভাবে প্রকাশ পাবে এবং বোঝা যাবে যে, মসজিদের মিনার থেকে ঘৃণার বাণী নয় বরং প্রেমের বাণী ধ্বনিত হবে।

হযরত ইব্রাহিম (আ.) সম্পর্কে কুরআন মজীদে যে ঘটনার উল্লেখ রয়েছে, আমীর সাহেবও সেটি উল্লেখ করেছেন, সেখানে দেখা যায় যে, তিনি হযরত ইসমাঈল (আ.)-এর সঙ্গে কাবা গৃহের ভিত্তিকে নতুনরূপে গড়ে তুলছিলেন। এই নমুনার অনুসরণেই আমাদের মসজিদ নির্মিত হয়ে থাকে যেখানে আমরা খোদার ইবাদত করি এবং তিনি সেই সময় এই দোয়া করেছিলেন যে, এই স্থানটিকে শান্তি ও নিরাপত্তার স্থান বানিয়ে দাও। অতএব আমাদের মসজিদ যদি এই নমুনার উপর প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে এবং হওয়া উচিত, যে নমুনা নিয়ে হযরত ইসমাঈল হযরত ইব্রাহিম (আ.)-এর সঙ্গে কাবা গৃহের নতুন করে ভিত্তি রেখেছিলেন তবে আমাদের মসজিদও শান্তি ও নিরাপত্তার কেন্দ্র হওয়া উচিত এবং এটিই এর উদ্দেশ্য।

আমি মেয়র সাহেবের আবেগ-অনুভূতির জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করি। তিনি প্রতিবেশীদের অধিকারসমূহ নিয়ে বলেছেন যে, আহমদীরা প্রতিবেশীদের অধিকার প্রদান করে থাকে এবং তারা পারস্পরিক সম্পর্ক বজায়ে আগ্রহী। প্রতিবেশীদের অধিকার প্রসঙ্গে ইসলামে এত বেশি গুরুত্বপূর্ণ আদেশ রয়েছে যে, ইসলামের প্রবর্তক হযরত মুহাম্মদ (সা.) বলেছেন, আল্লাহ্ তা'লা আমাকে বার বার প্রতিবেশীদের অধিকারের বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। এমনকি এক সময় আমার মনে হয়েছে যে, প্রতিবেশীদেরকে হয়তো উত্তরাধিকারীদের অন্তর্ভুক্ত করা হবে। কুরআন মজীদে প্রতিবেশীদের অধিকারের বিষয়ে সবিস্তারে বর্ণিত হয়েছে। অতএব প্রতিবেশীর গুরুত্ব অপরিসীম। প্রতিবেশীদের অধিকারের একটি গন্ডী রয়েছে এবং এটি এতটাই ব্যাপক ও বিস্তৃত যে, কেবল গৃহ সংলগ্ন বাড়িটিই আপনার প্রতিবেশী নয়, এমনকি চারপাশের যতগুলি বাড়ি আছে সেগুলি সবই প্রতিবেশীদের অন্তর্ভুক্ত। আপনার সফর সঙ্গীরাও প্রতিবেশীদের আওতাভুক্ত। অনুরূপভাবে আপনার সহকর্মীরাও প্রতিবেশী। এইভাবে এর পরিধি বেড়েই চলে। মহানবী (সা.) একদা বলেছেন ৪০টি বাড়ি পর্যন্ত তোমাদের প্রতিবেশী। এখন যদি চতুর্দিকে ৪০টি করে বাড়ি ধরে নেওয়া হয় তবে একজন আহমদীর প্রতিবেশী বাড়ির সংখ্যা হবে ১৬০টি। এবং এইভাবে যখন প্রত্যেক আহমদীর প্রতিবেশীর সংখ্যক এমনভাবে বৃদ্ধি পায় তখন যেন পুরো শহরটিই তার প্রতিবেশীতে পরিণত হয়। আমাদের মসজিদের ক্ষেত্রেও এমনটি হবে ইনশাল্লাহ॥ মসজিদ নির্মিত হওয়ার পর প্রত্যেক ক্ষেত্রের মত এখানেও মসজিদে আগমণকারীদের কর্তব্য হবে নিজেদের প্রতিবেশীদের অধিকার প্রদানের প্রতি যত্নবান হওয়া। মসজিদ যেন তাদের জন্য কোন প্রকার কষ্টের কারণ না হয়। এমনকি তারা যেন একথা স্বীকার করে যে, মসজিদ তৈরী হওয়ার পর তাদের মনে ট্রাফিকের সমস্যা বা কোন অনুষ্ঠানের কারণে সমস্যা হবে বলে যে আশঙ্কা ছিল তা ভুল প্রমাণিত হয়েছে এবং আহমদী মসজিদের কারণে আমাদের উপকারই হচ্ছে। এই মসজিদ তৈরী হওয়ার পর আহমদীরা পূর্বের থেকে বেশী প্রতিবেশীদের অধিকারের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হবে।

অনুরূপভাবে আইন-শৃঙ্খলার প্রতি আনুগত্যের বিষয়টি রয়েছে। আইন-শৃঙ্খলা মেনে চলা ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ। যদি কোন মুসলমান দেশের আইন মেনে না চলে তবে সে দেশে বসবাস করার তার কোন অধিকার নেই। আইন মেনে চলা এবং দেশের প্রতি ভালবাসার বিষয়ে ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক হযরত মহম্মদ (সা.) এও বলেছেন যে, এটি তোমাদের ঈমানের অংশ। অতএব দেশের আইন প্রণয়ন করা হয় সে দেশে বসবাসকারী মানুষের নিরাপত্তা ও সাচ্ছন্দ্য সৃষ্টির জন্য এবং তাদেরকে অন্যায়-অত্যাচার থেকে রক্ষা করার জন্য। তাই ইসলামই যখন এই শিক্ষা প্রদান করে যে, তোমরা শান্তি ও নিরাপত্তার প্রসার করবে এবং অন্যায়কে প্রতিহত করবে তখন এটি কখনও হওয়া সম্ভব নয় যে, কোন আহমদী মুসলমান বা প্রকৃত কোন মুসলমান দেশের আইনের বিরুদ্ধাচরণকারী হবে। প্রত্যেক প্রকৃত মুসলমান সব সময় আইনের প্রতি অনুগত থাকবে এবং অনুগত থাকাই কাম্য। এমনটি না হলে ইসলামের সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক নেই। অতএব এই দৃষ্টিকোণ থেকে যদি কারো মনে কোন শঙ্কা দেখা দেয় তবে তা দূর করুন, কেননা ইসলামের শিক্ষা কখনও কোন প্রকার অশান্তি বা নৈরাজ্য সৃষ্টি করার অনুমতি দেয় না। যদি মুষ্টিমেয় লোক ইসলামের নামে অশান্তি সৃষ্টি করে বা আইন উল্লঙ্ঘন করে তবে তারা ইসলামের সুনাম হানি করছে। ইসলামের শিক্ষা কক্ষনো এর অনুমতি দেয় না।

অনুরূপভাবে এমপি সাহেবকেও ধন্যবাদ জানাই। তিনি শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করেছেন এবং ধর্মীয় স্বাধীনতার বিষয়টিরও উল্লেখ করেছেন। ধর্মীয় স্বাধীনতার জন্য এই দেশে যা কিছু আমরা লাভ করছি তার জন্য আমরা এখানকার মানুষ এবং সরকারের প্রতি ভীষণভাবে কৃতজ্ঞ। আর এই ধর্মীয় স্বাধীনতার কারণেই এখানে সংখ্যা গরিষ্ঠ শ্রেণী অমুসলিম হওয়া সত্বেও নগণ্য সংখ্যক মুসলমানদেরকে মসজিদ নির্মাণের অনুমতি দিচ্ছে। এর জন্য আমি এখানকার মানুষ, প্রতিবেশী এবং কাউন্সিলকে ধন্যবাদ জানাই যে তারা আমাদেরকে এখানে মসজিদ নির্মাণের অনুমতি দিয়েছেন। ইনশাল্লাহ্ যখন এই মসজিদটির নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়ে যাবে তখন তারা আরও স্পষ্টভাবে উপলব্ধি করবেন যে, মসজিদের অনুমতি দিয়ে প্রতিবেশীদের অধিকার প্রদানকারীদেরকে তাদের অধিকার দিয়েছেন। তাই এই দিক থেকেও আমি আপনাদেরকে ধন্যবাদ জানাই যে, এখানে ধর্মীয় স্বাধীনতার কারণে আমরা স্বাধীনভাবে নিজেদের ইবাদত করতে পারব এবং আমাদের অন্যান্য অনুষ্ঠানাদিও সম্পন্ন করতে পারব। বস্তুতঃ এটিই ধর্মীয় স্বাধীনতা,শান্তি ও নিরাপত্তার ভিত্তি।

আমরা এবিষয়ের উপর দৃঢ় বিশ্বাস রাখি যে, আল্লাহ্ তা'লা সমস্ত জাতিতে নবী বা অবতার প্রেরণ করেছেন। সমস্ত জাতির সংশোধনের জন্য তাঁর বিশেষ মনোনীত পুরুষকে প্রেরণ করেছেন যারা মানুষকে ধর্ম ও উন্নত নৈতিকতা শিখিয়েছেন। অতএব প্রত্যেক ধর্মই খোদার পক্ষ থেকে এবং পৃথিবীর উন্মেষলগ্ন থেকে এখন পর্যন্ত সমস্ত জাতিতে আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে প্রত্যাদিষ্ট পুরুষের আবির্ভাব হয়েছে। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস যে, তারা সকলেই সত্য ছিলেন এবং খোদার পক্ষ থেকে ছিলেন। তারা ঐশী শিক্ষার প্রসারের উদ্দেশ্যে এসেছিলেন। এই কারণে আমরা কখনও এমনটি কল্পনাও করতে পারি না যে, অন্য কোন ধর্মের অধিকার আত্মসাৎ করব বা কোন প্রকারে তাদের ক্ষতি করব। এক সুদীর্ঘ সময় ধরে ইসলামের উপর নির্যাতন চলার পর ইসলামের প্রবর্তক মহম্মদ (সা.)-কে যখন যুদ্ধ করার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল তা ছিল শর্ত সাপেক্ষে। কুরআন করীমে এর বর্ণনা পাওয়া যায় যে, এরা যারা তোমাদেরকে ধ্বংস করে দেওয়ার বাসনা রাখে, বস্তুতঃ এরা ধর্মের বিনাশ করতে চায়। এদের হাতকে প্রতিহত করা জরুরী। কেননা, তদনুরূপ উপায়ে যদি তাদেরকে যুদ্ধ ও অস্ত্রের মাধ্যমে উত্তর না দেওয়া হয় তবে পৃথিবীতে কোন গীর্জা, ইহূদীদের উপাসনাগার, বা কোন মন্দির বা মসজিদ অবশিষ্ট থাকবে না। কেননা এরা ধর্ম বিরোধী। অতএব ইসলাম এই বিষয়টিকে প্রতিষ্ঠিত করেছে যে, ধর্মীয় স্বাধীনতা ইসলামের মৌলিক শিক্ষার অংশ। এই দিক থেকে আমি আপনাদেরকে সাধুবাদ জানাই যে, কিছু মুসলমান দেশের থেকে পাশ্চাত্যের দেশসমূহে আপনারা ধর্মীয় স্বাধীনতা প্রদান সম্পর্কে ভালভাবে অবগত আছেন। আপনারা ধর্মীয় স্বাধীনতা দিয়েছেন, যার কারণে আমরা আহমদীরা এখানে এসে বসবাস করছি যাদেরকে পাকিস্তানে ধর্মীয় স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত করা হয়েছিল। এখানে এসে তারা স্বাধীনভাবে নিজেদের ধর্মীয় অনুষ্ঠান ও উপাসনা করছে। এই স্বাধীনতার কারণেই আমরা এখানে মসজিদ নির্মাণ করতে পারছি। এজন্য আপনাদেরকে অশেষ ধন্যবাদ।

এখানে গণতন্ত্র সম্পর্কে বলা হয়েছে। প্রকৃত গণতন্ত্র হওয়ার কারণেই আপনাদের মধ্যে ধর্মীয় স্বাধীনতার বিষয়ে চেতনা সৃষ্টি হয়েছে। ইসলামও একথা বলে যে, গণতান্ত্রিক স্বাধীনতা থাকা বাঞ্ছনীয়। কুরআন করীম বলে, তোমরা নিজেদের নেতা বা প্রশাসক হিসেবে এমন ব্যক্তিকে নির্বাচন কর যে সঠিক অর্থে বিশ্বাস রক্ষা করবে। এমন রাজনীতিকদের প্রশাসক হওয়া কাম্য যারা বিশ্বস্ত। আর বিশ্বাস রক্ষা করার অর্থ হল, জনগণের সুখ-সমৃদ্ধির জন্য নিজেদেরকে নিয়োজিত করবে এবং দেশের উন্নতি কল্পে ব্রতী হবে। ইসলাম এও শিক্ষা দেয় যে,স্বাধীনভাবে নিজের অভিমত প্রকাশ করার অধিকার প্রয়োগ কর। কোন বিশেষ দলের সঙ্গে যুক্ত না থেকে এবিষয়টি দৃষ্টিপটে রাখ যে, যাতে এমন ব্যক্তিরা নির্বাচিত হয় বা শাসন ক্ষমতায় আসে যারা জনগণের উন্নতির জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করবে এবং তাদের জন্য কাজ করবে এবং দেশের উন্নতির জন্যও সচেষ্ট থাকবে। অতএব এই শিক্ষা নিয়ে আমরা নিজেদের বার্তা পৃথিবীতে প্রসার করি এবং তা মেনে চলে নিজেদের জীবন অতিবাহিত করার চেষ্টাও করি। এটিই একজন আহমদীর কর্তব্য যে, একদিকে যেমন সে ধর্মীয় স্বাধীনতার কারণে আপনাদের প্রতি কৃতজ্ঞ থাকবে, তেমনি আইন শৃঙ্খলা এমনভাবে মেনে চলবে যেন তা এক দৃষ্টান্ত হয়ে ওঠে। অনুরূপভাবে এমন সব ব্যক্তিদেরকে নেতা নির্বাচন করবে যারা দেশ ও জাতির জন্য অসাধারণ সেবক প্রমাণিত হবে।

আমি আশা করি, ইনশাল্লাহ্ যখন এই মসজিদের নির্মাণ কার্য সম্পন্ন হবে, তখন এখানে বসবাসকারী আহমদীরা নিজেদের অনুষ্ঠানাদি একত্রে আয়োজন করার সময় বেশি সুযোগ-সুবিধা ভোগ করবে। ইবাদতের পাশাপাশি তারা

অন্যান্য অনুষ্ঠানও করতে পারবে। নিজের দেশ ও জাতির জন্যও অসাধারণ অবদান রাখতে পারবে। আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে তৌফিক দিন, এই মসজিদ নির্মাণের পর আহমদীরা যেন সকল প্রত্যাশা পুরণকারী হয় এবং এই অঞ্চলের মানুষকে ইসলামের প্রকৃত ও অনিন্দ সুন্দর শিক্ষার সঙ্গে পরিচয় করায়। আল্লাহ্ করুন যেন এমনটিই হয়। ধন্যবাদ।

অতিথিদের প্রতিক্রিয়া

আজ মসজিদের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠানে ১৩৫ জন অতিথি অংশ গ্রহণ করেছিলেন। হুযুর আনোয়ারের ভাষণ তাদের উপর গভীর প্রভাব ফেলে। অতিথিদের মধ্যে অনেকে নিজেদের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন। কয়েকটি প্রতিক্রিয়া নীচে দেওয়া হল-

* একজন মহিলা ডক্টর বলেন: খলীফার ভাষণ হৃদয়স্পর্শী ও কার্যকরী ছিল। বিশেষ করে ভালবাসা ও শান্তির বার্তাটি, আমাদের প্রত্যেকে যদি নিজেদের প্রতিবেশীদের অধিকারের প্রতি যত্নবান হয় যেরূপ খলীফা বলেছেন, তবে এই পৃথিবীর অনেক সুন্দর হয়ে উঠবে।

* একজন খৃষ্টান অতিথি বলেন: খলীফার উন্নত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য স্পষ্টরূপে লক্ষ্য করা যায়। খলীফার সঙ্গে জামাতের সদস্যদের গভীর সম্পর্কের বিষয়টি তার কাছে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়েছে। তিনি বলেন, আপনাদের অনুষ্ঠান অত্যন্ত সুব্যবস্থিত ছিল। আমি ভবিষ্যতেও আপনাদের অনুষ্ঠানে আসতে থাকব।

* একজন অতিথি বলেন, যেহেতু আমি জামাত ও খলীফাকে আগে থেকে চিনি, এই কারণে খলীফার ভাষণ আমার প্রত্যাশা অনুযায়ী অতি উৎকৃষ্ট মানের ছিল।

* একজন অতিথি বলেন, তাকে এক সিরিয়ান বন্ধু বলেছিল যে, আহমদীরা তো মুসলমানই নয়। তাই তাদের থেকে দূরে থাকা উচিত। তাকে সে একটি বল পয়েন্ট উপহার দিবে যেটি জামাতের পক্ষ থেকে দেওয়া হয়েছে। এর উপর ভালবাসা সকলের তরে ঘৃণা নয়কো কারো পরে' বাণী লেখা আছে। আহমদীরা অন্যান্য মুসলমানদের তুলনায় ইসলামের শিক্ষাকে মেনে চলে এবং অন্যান্য মুসলমানদের জন্য তারা দৃষ্টান্ত।

* একজন চীফ ইন্সপেক্টর মি.জিব্রাইল বলেন: খলীফার ভাষণ অবিস্মরণীয় হয়ে থাকবে। বিশেষ করে প্রতিবেশীদের অধিকার প্রসঙ্গে তাঁর স্পষ্টীকরণ অসাধারণ ছিল।

*একজন অতিথি বলেন: খলীফা একথা স্পষ্টরূপে বলেছেন যে, সন্ত্রাসের সঙ্গে ইসলামের কোন সম্পর্ক নেই। ইসলাম একটি শান্তিপ্রিয় ধর্ম। তা সত্বেও ইসলাম সম্পর্কে বিদ্বেষ ছড়িয়ে আছে।

* একজন অতিথি বলেন: খলীফা অত্যন্ত চমৎকার ভঙ্গিতে বলেছেন যে, আহমদীরা শান্তিপ্রিয় মুসলমান।

* একজন সিভিল ইঞ্জিনিয়ার বলেন: একজন প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব কথা বলছেন তা বোঝা যাচ্ছিল। যা কিছু হুযুর বলেছেন তা ইতিবাচক ছিল। এই কারণেই এত মানুষ তাঁর অনুবর্তিতা করে। তিনি বলেন, দোয়ার সময় আমি বিষয়টি উপলব্ধি করি যখন হুযুরের একটি ইঙ্গিতে সকলে দোয়া আরম্ভ করল।

*এক মহিলা বলেন, প্রতিবেশীদের অধিকার সম্পর্কে হুযুরের মনোযোগ আকর্ষণ করা আমাকে বিশেষ ভাল লেগেছে। আমরা যদি এই বার্তাটির একটি অংশও মেনে চলি তবে পৃথিবী পূর্বে চেয়ে শান্তি-সমৃদ্ধিতে পরিপূর্ণ হয়ে উঠবে।

*একজন আইনের ছাত্র এবং জার্মান অতিথি বলেন: খলীফার ভাষণ আমাকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে। খলীফা অন্য দুই বক্তার বিশেষ বিশেষ অংশগুলিকে নিজের বক্তব্যের মধ্যে উপস্থাপন করে সেগুলিকে ইসলামিক দৃষ্টিভঙ্গিতে বর্ণনা করেছেন এবং অসাধারণ এক উপসংহার টেনেছেন। তিনি বলেন, আমি বিভিন্ন উপলক্ষ্যে বক্তব্য রেখে থাকি, কিন্তু খলীফা যেমন দৃষ্টিভঙ্গিতে ছোট ছোট মৌলিক বিষয়কে নিজের বক্তব্যে তুলে ধরেছেন, আমার মতে এর থেকে উৎকৃষ্ট উপায়ে তা উপস্থাপন করা সম্ভব ছিল না। এরপূর্বে আমি খলীফাকে টিভিতে বা ভিডিওতে দেখেছিলাম। এখন প্রথম সারিতে বসে তাঁকে সরাসরি দেখছি। এটি আমার কাছে অবিশ্বাস্য।

* পুলিশ বিভাগে কর্মরত তুরস্ক থেকে আগত এক অতিথি বলেন, আজকের এই অনুষ্ঠান এবং খলীফাতুল মসীহ্র ভাষণ আমাকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে। যদি আপনারা এভাবে ইসলমের শান্তির শিক্ষা বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে দিতে থাকেন তবে অচিরেই বিরাট সফলতার মুখ দেখবেন। তিনি বলেন, আমি আপনাদের ব্যবস্থাপনা দেখে মুগ্ধ হয়েছি। আপনাদের জামাতে প্রত্যেকটি ছোট ছোট বিষয় অত্যন্ত সূক্ষ্ম ও গভীর তত্ত্বের ভিত্তিতে এবং উৎকৃষ্ট পরিকাঠামোর অধীনে পরিচালিত হচ্ছে। এমন সংগঠিত ব্যবস্থাপনা অন্যত্র দেখা যায় না। আমি আপনাদের ব্যবস্থপনা থেকে অনেক কিছু শিখেছি।

* মি.এন্ড্রিস রিথ এবং সিলভিয়া রেটার বলেন: তারা ধারণা করতে পারেন নি যে, খলীফাতুল মসীহ এত সুন্দরভাবে ইসলামের শিক্ষা উপস্থাপন করবেন। বিশেষ করে সেই শিক্ষা যা দেশের আইনের প্রতি আনুগত্য সম্পর্কে বলা হয়েছে। এই শিক্ষা পারস্পরিক বোঝাপড়ার জন্য অত্যন্ত জরুরী এবং এটি অনেকগুলি সমস্যার সমাধান সূত্র উপস্থাপন করে। হুযুর আনোয়ার-এর পবিত্রকরণ শক্তি তাঁর তাঁবুতে প্রবেশ করার সময় থেকে শুরু করে বাইরে যাওয়া পর্যন্ত অনুভব করা যাচ্ছিল।

* একজন অতিথি মাইকেল সলহেইমার বলেন: এখানে এসে অনেক সকলকে আপন আপন লাগছে। আমি খৃষ্টানদের অনেক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করার সুযোগ পেয়েছি। কিন্তু সেখানে এমন আপনত্ব অনুভব করি নি। খৃষ্টানরা এবিষয়ে আপনাদের কাছ থেকে অনেক কিছু শিখতে পারে।

* জার্মান রেড ক্রসের এক বিভাগের ইনচার্জ মি. ভল্কার ড্রেস বলেন: খলীফার কথা অত্যন্ত প্রভাব সৃষ্টিকারী ছিল এবং খলীফার ব্যক্তিত্ব ভীষণ আকর্ষণীয়। তিনি অত্যন্ত ন্যায়পরায়ণ এবং নিরপেক্ষ ব্যক্তি। তিনি ভাষণে বলেছেন যে, প্রত্যেক মানুষ সমান এবং প্রত্যেকের সম্মান করা উচিত। তাঁর কথা শতভাগ সঠিক।

* একজন অতিথি স্টেফান ওয়াসমুথ বলেন: আমি পূর্বে জামাতের সঙ্গে পরিচিত ছিলাম না। একজন ধর্মীয় নেতার যেমনটি হওয়া কাম্য, আপনাদের খলীফার সত্তায় সে সমস্ত বৈশিষ্ট্যই লক্ষ্য করা যায়। খলীফা অত্যন্ত কার্যকরী উপায়ে পৃথিবীর পরিস্থিতি সম্পর্কে আমাদেরকে অবগত করেছেন এবং বিশেষ করে ইসলামের শান্তিপূর্ণ শিক্ষাকে স্পষ্টরূপে প্রকাশ করেছেন।

* এক জাপানী ভদ্র মহিলা এবং তাঁর জার্মান স্বামী বলেন: এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে তারা হতচকিত হয়েছেন। আমাদের ধারণা ছিল যে হয়তো কোন ছোট-খাটো অনুষ্ঠান হবে। কিন্তু এটি অনেক বড় এবং শান্তিপূর্ণ অনুষ্ঠান ছিল। খলীফার কথা খুব সুন্দর এবং স্পষ্ট ছিল। বর্তমানের রাজনীতিকদেরকে এর থেকে লাভবান হওয়া উচিত। খলীফার কথায় সত্য ছিল। তারা মসজিদের জন্য কিছু চাঁদা দেওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেন।

* এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করার পূর্বে একজন অতিথির মনে শান্তি এবং মহিলাদের অধিকারসমূহ প্রসঙ্গে কিছু সংশয় ছিল। তাঁর একটি প্রশ্ন ছিল যে, খলীফা শান্তির জন্য কি প্রচেষ্টা করেন? হুযুর আনোয়ার তাঁর ভাষণে এই সব বিষয় বর্ণনা করেন। ভাষণ শুনে এই ব্যক্তি বলেন, আমার যাবতীয় সংশয় দূর হয়েছে। আপনাদের খলীফা শান্তির দূত এবং সমস্ত মুসলমানদেরকে তাঁর শিক্ষা মেনে চলা উচিত। তিনি নিজস্ব পরিসরে হুযুর আনোয়ারের বার্তা প্রচার করার ইচ্ছা ব্যক্ত করেন।

* একজন অতিথি বলেন: আমি এই প্রথম জামাতের কোন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করছি। আমি মনে করি জামাত রাউনহায়েমে নিজের স্থান পোক্ত করে নিয়েছে। শীঘ্রই আপনাদের মসজিদ নির্মিত হোক,এখন আমি সেটিকে দেখার জন্য অপেক্ষা করছি।

* একজন সিরিয়ান অতিথি বলেন: আমার আশঙ্কা ছিল অ-মুসলিমরা এখানে এসে কোন বিপত্তি না তৈরী করে। খলীফাতুল মসীহ্র কাছ থেকে এক প্রকার প্রশান্তির আবহ অনুভব করা যায়। খলীফার চেহারায় এক প্রকার জ্যোতিঃ লক্ষ্য করা যায়। তিনি নিজের ভাষণে অন্যান্য মুসলমানদের থেকে উত্তম উপায়ে ইসলামী শিক্ষাকে উপস্থাপন করেছেন। খলীফা আজ প্রকৃত ইসলামী শিক্ষা তুলে ধরেছেন। আমি এই প্রথম আহমদীদের কোন অনুষ্ঠানে যোগদান করেছি। আমি এখন আরও তথ্য সংগ্রহ করব এবং হয়তো কোন দিন নিজেও বয়াত গ্রহণ করে এই জামাতের অন্তর্ভুক্ত হব। এখানে আসার পূর্বে আমি শুনেছিলাম যে, আহমদীদের কুরআন ভিন্ন, কিন্তু আজকে আমার কাছে একথা ভুল প্রমাণিত হয়েছে।

* লর্ড মেয়র সাহেব বলেন: খলীফার সঙ্গে এই প্রথম এত নিকট থেকে সাক্ষাতের সুযোগ হচ্ছে। তিনি খুবই প্রভাবিত হয়েছেন। তাকে জিজ্ঞাসা করা হয় যে, কোন বিষয়টি সব থেকে বেশি প্রভাবিত করেছে? তিনি উত্তর দেন যে, খলীফার ভাষণ সব থেকে বেশি প্রভাবিত করেছে। হুযুরের ভাষণ তার প্রত্যাশার অনুরূপ ছিল। তিনি বলেন, আমি ভীষণ আনন্দিত হয়েছি যে, খলীফা অন্যান্য বক্তাদের ভাষণের বিশেষ বিশেষ অংশগুলিকে ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে বর্ণনা করেছেন। তাঁর ভাষণে ধর্মীয় স্বাধীনতা, সহিষ্ণুতা এবং মসজিদের উদ্দেশ্য সম্পর্কে বর্ণনা ছিল যা তার খুব পছন্দ হয়েছে। তিনি বলেন, খলীফার তার সঙ্গে এমন সম্মানজনক আচরণ তাকে বিস্ময়াভিভূত করেছে।

* আরও একজন অতিথি বলেন: এই অনুষ্ঠান তার খুব পছন্দ হয়েছে। ব্যবস্থাপনায় কোন প্রকার ত্রুটি ছিল না। বিশেষ করে অতিথিদের অভ্যর্থনা জানানোর ব্যবস্থা অসাধারণ ছিল। তিনি বলেন, আমি খৃষ্টানদের অনেক অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করেছি কিন্তু সেখানে কখনও সেই উৎসাহ-উদ্দীপনা লক্ষ্য করি নি যা এখানে করলাম। এই অনুষ্ঠানে উৎকৃষ্ট মানের ব্যবস্থাপনার উদাহরণ দিয়ে তিনি বলেন, এতবড় জনসমাবেশের জন্য শীতকালে গরম খাবারের ব্যবস্থা করা বিরাট ব্যাপার। তিনি বলেন, খলীফা একজন গম্ভীর ও প্রফুল্ল চিত্ত ব্যক্তি। তিনি কোন বিষয়কে চমৎকারভাবে বর্ণনা করেন। যেমনটি প্রত্যাশা ছিল যে একজন আধ্যাত্মিক

EDITOR
Tahir Ahmad Munir
Sub-editor: Mirza Safiul Alam
Mobile: +91 9 679 481 821
e-mail : Banglabadar@hotmail.com
website:www.akhbarbadrqadian.in
www.alislam.org/badr

REGISTERED WITH THE REGISTRAR OF NEWSPAPERS OF INDIA AT NO PUNBEN/ 2016 / 70524

সাপ্তাহিক **বদর** কাদিয়ান The Weekly **BADAR** Qadian

Distt. Gurdaspur (Pb.) INDIA Qadian - 143516

POSTAL REG NO GDP- 43 / 2017 -2019 Vol. 2 Thursday, 24 Aug, 2017 Issue No. 34

MANAGER
NAWAB AHMAD
Phone: +91 1872-224 -757
Mob: +91 9417 020 616
e.mail:managerbadrqnd@gmail.com

ANNUAL SUBSCRIPTION : Rs. 300/- (Per Issue : Rs. 6/-) (WEIGHT: 20-50 gms/issue)

ব্যক্তির এমন হওয়া উচিত, আপনাদের খলীফা ঠিক তেমনি।

* একজন অতিথি বলেন: তিনি জামাত সম্পর্কে পূর্বে অনবিহিত ছিলেন। কিন্তু খলীফা যা কিছু বর্ণনা করেছেন তা শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য অত্যন্ত জরুরী। নিঃসন্দেহে খলীফার কথা অ-মুসলিমদের জন্য ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ।

* ফেডেরাল মিনিস্ট্রির সঙ্গে যুক্ত মি. স্টেফান হ্যান্স বলেন: এই অনুষ্ঠানে আমি এক ভীষণ সংগঠিত জামাতকে পেয়েছি। এ বিষয়টি আমার ভাল লেগেছে যে, এখানে কেবল নৈতিকতার মৌখিক শিক্ষাই দেওয়া হয় না, বরং তা বাস্তবায়িত করা হয়।

* ডেনিয়েল হপনার নামে এক অতিথি বলেন: আহমদীদের কোন অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করার এই প্রথম তার সুযোগ হয়েছে। তিনি এর পূর্বে জামাত সম্পর্কে বেশি কিছু জানতেন না। কিন্তু এখন তিনি বেশ প্রভাবিত হয়েছেন। তিনি বলেন, অধিকাংশ সময় মসজিদকে সন্ত্রাসের সঙ্গে যোগ করে দেখানো হয়। কিন্তু এখন তিনি জানতে পেরেছেন যে, এটি সত্য নয়। তিনি বেশ আনন্দিত যে, এখানে একটি মসজিদ তৈরী হতে চলেছে এবং সেটি শান্তি নীড় হবে।

* একজন ভদ্র মহিলা বলেন: তিনি এই প্রথম জামাতের কোন অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করছেন। এই অনুষ্ঠানের পরিবেশটি বেশ শান্তিপূর্ণ ছিল। খলীফাতুল মসীহ ভীষণ উদারমনা। তিনি শান্তি, ভালবাসা এবং সহিষ্ণুতা সম্পর্কে যা কিছু বলেছেন তার উপর প্রভাব ছেড়েছে।

* মাইকেল পানযনার নামে একজন অতিথি বলেন: এই অনুষ্ঠানটি ভীষণ প্রাণবন্ত, উদার এবং সুব্যবস্থিত ছিল। খলীফা সাহেব অত্যন্ত অভিজ্ঞ ও মহান ব্যক্তিত্ব বলে মনে হয়। যে কোন ব্যক্তি অনায়াসে তাঁর আধ্যাত্মিকতাকে অনুভব করতে পারে। তিনি বলেন, তার আক্ষেপ এই যে, পৃথিবীর পরিস্থিতির কারণে এমন সুস্পষ্ট বিষয়কেও স্পষ্টীকরণের প্রয়োজন দেখা দিয়েছে।

* ক্যাথরিনা নামে এক শিক্ষিকা বলেন এই অনুষ্ঠান তার জন্য বড়ই তৃপ্তিদায়ক ছিল। অতিথিদেরকে যেভাবে অভ্যর্থনা জানানো হয়েছে সেটি তার বিশেষ পছন্দ হয়েছে। তিনি বলেন, ধর্মের ব্যাপারে তিনি অনেক কিছু শিখেছেন। তার ধারণা অনুযায়ী খলীফাতুল মসীহ একজন বিবেকসম্পন্ন ব্যক্তি। খলীফাতুল মসীহ অত্যন্ত প্রজ্ঞাপূর্ণ কথা বলেছেন যার দ্বারা বোঝা যায় যে, তাঁর নিকট শান্তি কতটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তার মতে আহমদীয়া মুসলিম জামাত একটি শান্তিপ্রিয় সম্প্রদায়। আর ইসলাম মানেই সন্ত্রাস এমন চিন্তাধারাই ভুল।

১৯শে এপ্রিল, ২০১৭, (বুধবার)
জামাত আহমদীয়া মারাবার্গে মসজিদের শিলান্যাস অনুষ্ঠান

আজ জামাতে আহমদীয়া মারবার্গে মসজিদের শিলান্যাস অনুষ্ঠান ছিল। বিকেল ৫টার সময় হুযুর আনোয়ার (আই.) মারবার্গ শহরের উদ্দেশ্যে রওনা হন। এই শহরটি ফ্রাঙ্কফোর্ট থেকে ৮০ কিমি দূরত্বে অবস্থিত। শহরের সীমার মধ্যে প্রবেশ করার পূর্বে পুলিসের একটি গাড়ি হুযুরের কাফলা বা অভিযাত্রী দলকে সামনে থেকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যায়। ৫টা ৫০ মিনিটে হুযুর শহরে পদার্পণ করেন। আজকের দিনটি মরবার্গ শহরের আহমদীদের জন্য অশেষ বরকত ও সৌভাগ্য অর্জনের দিন ছিল। প্রত্যেক ব্যক্তি আনন্দে আত্মহারা ছিল। এদের শহরে এই প্রথম হুযুর আনোয়ারের পদধূলি পড়েছে এবং তাদের শহর আজ প্রথম হুযুর আনোয়ারের আশিসময় সত্তাকে পেয়ে ধন্য হয়েছে। আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা সকলেই হুযুরের আগমণের জন্য অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষা করছিল। হুযুরের আগমণ মাত্রই প্রবল উদ্দীপনা এবং উন্মাদপ্রায় উত্তেজনা নিয়ে নিজেদের প্রিয় ইমামকে তারা অভ্যর্থনা জানাল। সকলে হাত নেড়ে অভ্যর্থনা জানাচ্ছিল। কচিকাচাদের দল সমবেত স্বরে আগমণী গীত গেয়ে আকাশ বাতাস মুখরিত করে তুলেছিল। মহিলারাও কোন অংশে পিছিয়ে ছিলেন না। তারা হুযুরের যিয়ারত লাভে ধন্য হওয়ার সুযোগ হাতছাড়া করেন নি। হুযুর তাদেরকে আসসলামো আলাইকুম বলেন।

এই বিশেষ মুহূর্তে উপস্থিত ছিলেন মারবার্গ জামাতের সদর মাননীয় মহম্মদ ইলিয়াস সাহেব, রিজিওনাল আমীর মাননীয় মুযাফ্ফর আহমদ বাজওয়া সাহেব, রিজিওনাল মুয়াল্লিম মাননীয় মকসুদ উলুবী সাহেব ও প্রমূখ। মসজিদের শিলান্যাস অনুষ্ঠানের সূচনা হয় কুরান করীমে তিলাওয়াতের মাধ্যমে। তিলাওয়াত করেন মাহিদ ইলিয়াস সাহেব এবং জার্মান অনুবাদ পেশ করেন মাননীয় কামরান খান সাহেব।

আব্দুল্লাহ্ ওয়াগাস সাহেবের ভাষণ।

এরপর জার্মানীর আমীর মাননীয় আব্দুল্লাহ্ ওয়াগাস হাউযার সাহেব পরিচিতি মূলক বক্তব্য রাখেন। তিনি শহরের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস বর্ণনা করে বলেন যে, এই শহরের ইতিহাস সুপ্রাচীন। ১১৩০ সনে শহরের গোড়া পত্তন হয়। কিন্তু যথারীতি শহরটি আবাদ হয় ১২২২ সনে। সেই সময় শহরের জন সংখ্যা ছিল ৭৪ হাজার। এই শহর মারবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য প্রসিদ্ধ। এই বিশ্ববিদ্যায় ১৫২৭ সালে স্থাপিত হয়ে। এটি পৃথিবীর প্রাচীনতম প্রোটেস্ট্যান্ট ইউনিভার্সিটি। এই শহরের জামাতে আহমদীয়ার সূচনা হয় ১৯৭৪ সালে। ২০১০ সালে এখানে জামাত একটি নামায সেন্টার স্থাপন করে। এখানকার জামাত ভীষণভাবে সক্রিয় এবং অনেক অনুষ্ঠান করে থাকে। যার মধ্যে ১লা জানুয়ারীর সাফাই অভিযান, চ্যারিটি ওয়াক ও বৃক্ষরোপণ উল্লেখযোগ্য। এখানে যে মসজিদ নির্মিত হবে সেটি সম্পর্কে তিনি বলেন, নামায পড়ার জন্য এতে দুটি হলঘর থাকবে এবং এর সাথে একটি আবাসিক কোয়ার্টারও নির্মাণ করা হবে যেখানে একটি রান্নাঘর এবং পাঠাগারও থাকবে। মসজিদে একটি গুম্বজ এবং দুটি মিনার বানানো হবে।

মারবার্গ শহরের লর্ড মেয়রের ভাষণ জার্মানীর আমীর সাহেবের ভাষণের পর শহরের লর্ড মেয়র মি. থমাস স্পাইস বলেন: মহাসম্মানিত খলীফাতুল মসীহ! সর্বপ্রথম আমি আপনাকে অভ্যর্থনা জানাই। আমি আনন্দিত যে, খলীফাতুল মসীহ মারবার্গ শহরে এসেছেন। তাঁর এই আগমণ আমাদের জন্য সম্মানের বিষয়। আমাদের এই শহরের ঐতিহ্য হল ধর্মীয় বিতর্ক ও আলোচনা সভাবে উৎসাহিত করা। কেননা এই শহরে একটি ইউনিভার্সিটি রয়েছে। ধর্মের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে কেননা, এক সময় খৃষ্টানরা এই শহরে দলে দলে আসতে থাকত। তিনি বলেন, এই বিষয়টি নিয়ে তিনি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ যে, এই শহরটিকে মসজিদ নির্মাণের জন্য বেছে নেওয়া হয়েছে। কেননা, যেটি খোদার ঘর হয় সেটি শান্তি ও ভালবাসার নিদর্শন হয়ে থাকে। এই ঘরে মানুষকে ধর্ম শেখার শিক্ষা দেওয়া হয়। প্রত্যেকে নিজের নিজের পন্থা অনুযায়ী শান্তি লাভ করে এবং এই রীতি মেনেই আমরা এখানে বসবাস করি এবং এই ঐতিহ্যকেই এগিয়ে নিয়ে চলি। এই মসজিদ স্থাপনার উদ্দেশ্য হল এই উপাসনাগারটি যেন শান্তির উৎস হয়ে উঠে। আপনারা আহমদীরা এখন স্থায়ীভাবে এখানকার বাসিন্দা হয়ে গেছেন। আমি এবিষয়ে ভীষণ আনন্দিত যে, আপনারা যেমন মসজিদ নির্মাণ করছেন তেমনি এই শহরের বড়ই শন্তিপূর্ণভাবে বসবাস করছেন। আপনারা আমাদের সমাজের সঙ্গে সমন্বিত হয়ে গেছেন। মসজিদ নির্মাণ প্রসঙ্গে আমার শুভেচ্ছা রইল। নির্মাণের প্রত্যেকটি পর্যায় যেন সফলতাপূর্বক আপনারা উত্তীর্ণ হন এবং বিপদাপদ থেকে নিরাপদ থাকুন এবং এই মসজিদ চিরতরে শান্তি ধাম রূপে প্রমাণিত হোক।

প্রাদেশিক সাংসদ মিসেস ক্রিস্টেনের ভাষণ

মেয়রের ভাষণের পর প্রাদেশিক সাংসদ মিসেস ক্রিস্টেন নিজের বক্তব্য রাখেন। তিনি বলেন: মহাসম্মানীয় খলীফাতুল মসীহ! আমাকে এখানে আমন্ত্রিত করার জন্য আপনাদের সকলকে আমি ধন্যবাদ জানাই। আজকের দিনটি সকলের জন্যই বিশেষ কেননা এখানে খোদা তা'লার ঘর নির্মাণ হচ্ছে। মসজিদের নির্মাণ কাজ আরম্ভ হওয়ার পর এখানে এমন কিছু মানুষষের দেখা পাওয়া গেছে যারা ইসলামের বাস্তবতা থেকে অনবহিত ছিল। এক্ষেত্রে আরও কাজ বাকী আছে যাতে মানুষ মনে করে যেন ইসলাম থেকে কোন বিপদ নেই। সব সময় পরস্পরের মধ্যে কথাবার্তা বলতে থাকা উচিত যাতে পরস্পরকে ভালভাবে জানার সুযোগ হয়। প্রত্যেকের উচিত পরস্পরের প্রতি সহিষ্ণুতা প্রদর্শন করা। এখানে বিভিন্ন দেশ ও সংস্কৃতির মানুষ একত্রে বসবাস করেন। তাই বিভিন্ন দেশ ও সংস্কৃতির মানুষকে নিজেদের মধ্যে মিলেমিশে থাকতে হবে।

জাতীয় সাংসদ মি. সুরন বরটোল-এর ভাষণ

মি.সুরন বারটোল জাতীয় সংসদের সদস্য হওয়ার পাশাপাশি বিভিন্ন কমিটিতে অধ্যক্ষ পদেও থেকেছেন। তিনি বলেন: মহামহিমান্বিত খলীফাতুল মসীহ! এটি আমার জন্য অত্যন্ত আনন্দের বিষয় যে আমি এখানে উপস্থিত আছি। আপনারা এখন এখানে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে চান, এই কারণেই মসজিদ নির্মাণ করছেন। জামাত আহমদীয়ার মানুষ আমাদের শহরের জন্য উপকারী। আপনারা উগ্রপন্থার বিরুদ্ধে সরব হন এবং শহরের বিভিন্ন কাজে অংশ গ্রহণ করেন। মিলেমিশে থাকা সমাজের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, এর ফলে ভ্রান্ত পরস্পর মধ্যে ভুল বোঝাবুঝি দূর হয়। তিনি বলেন, এই মসজিদ প্রত্যেকটি মানুষের জন্য একটি উন্মুক্ত ইবাদতগাহ হবে। আমি আশা করি এখান থেকে কেবল শান্তির বাণীই ধ্বনিত হবে। এবং এও আশা করি মসজিদের নির্মাণ কাজ শীঘ্রই পুরো হবে যাতে আমরা উদ্বোধনী অনুষ্ঠানেও অংশ গ্রহণ করতে পারি।

****

Printed & Published by: Jameel Ahmed Nasir on behalf of Nigran Board of Badar. Name of Owner: Nigran Board of Badar. And printed at Fazle-Umar Printing Press. Harchowal Road, Qadian, Distt. Gurdaspur-143516, Punjab. And published at office of the Weekly Badar Mohallah - Ahmadiyya, Qadian Distt. Gsp-143516, Punjab. India. Editor: Tahir Ahmad Munir